মা না মহাশক্তি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।
প্রণীত।

ঢাকা-বান্ধব-কুটীর হইতে,—
শ্রীহরকুমার বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩১১।

মূল্য ।৷৵০ দশ আনা

মা না মহাশক্তি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

প্রণীত।

ঢাকা-বান্ধব-কুটীর হইতে,—

শ্রীহরকুমার বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩১১।

মূল্য ।৷৵০ দশ আনা

উৎসর্গপত্র।

অগ্রজ-প্রতিম-ভক্তিভাজন, অশেষ-গুণ-ভূষণ,

মাননীয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়,—

মহাশয়,

যে সকল বিখ্যাতনামা ব্যক্তিরা, বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দীকাল, ভারতবর্ষের মঙ্গলব্রতে নিয়ত ব্রতী রহিয়া, সমাজের নায়কতা করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগেরই একজন। আপনি, পাশ্চাত্য শিক্ষায় অতিমাত্র সমুন্নত হইয়াও, প্রাচীন ঋষিদিগের তত্ত্ব-ভাণ্ডারে প্রগাঢ় অনুরক্ত,—স্বদেশীয়দিগের কল্যাণ-চিন্তায় সতত তপোরত,—এবং বাঙ্গালাভাষার শোভা, শক্তি ও সম্পদ্বৃদ্ধি বিষয়ে যার-পর-নাই উৎসাহান্বিত। আমি, এই সকল কারণে, 'মা না মহাশক্তি' নামক আমার এই সামান্য পুস্তক আপনার সুখ-স্মরণীয় পুণ্যময় নামে উৎসর্গ করিলাম। মায়ের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করি, আপনি আরও বহুকাল, সুস্থশরীরে, পৃথ্বীধামে অবস্থিত রহিয়া, স্বজাতির উন্নতিসাধনে জীবন সার্থক করুন।

একান্ত স্নেহানুগৃহীত—

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

বিজ্ঞাপন।

"মা মা মহাশক্তি" এবং "একটি প্রশ্ন" এই দুই নামে, যথাক্রমে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সার-সিদ্ধান্ত-বিষয়ক দুইটি প্রবন্ধ, বান্ধব নামক সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই দুই প্রবন্ধই, তত্ত্ববিবৃতির প্রয়োজনানুরোধে, স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত, এবং তিনটি পৃথক্ পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়া, এইক্ষণ এই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে, এ দেশের একটি সহৃদয় ব্যক্তিও, বিশ্বাস ও ভক্তির পথে, সামান্য একটুকু সাহায্য প্রাপ্ত হন; এবং এই বিশ্বনিহিত নিত্যজাগরিত মহাশক্তিকে, ভারতীয় ঋষিদিগের পদানুসরণে, মাতৃজ্ঞানে আরাধনা করিয়া, প্রাণে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

ইহা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তকের সমস্ত অংশ সকল শ্রেণিস্থ পাঠকের উপযোগি করিয়া লিখিতে পারি নাই; এবং ইহার ভাষা, আদ্যোপান্ত সকল স্থলে, আমার আশার অনুরূপ সরল হয় নাই। কিন্তু, ইহা শুধুই আমার ত্রুটিজনিত, না বিষয়ের অতি বড় উচ্চতাও ইহার এক বিশেষ কারণ, তাহা বিজ্ঞসমালোচকদিগের বিচার-সাপেক্ষ।

আমার এ বয়সে, এইপ্রকার কঠিন বিষয়ে, গ্রন্থ রচনা সর্ব্বাংশেই কৃচ্ছ্রসাধ্য। নিজ হাতে লিখি না,—নিজে প্রুফ

দেখিতে পারি না। তথাপি যে, দেশের অন্যান্য সাহিত্যিকদিগের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়া, যথাসম্ভব যত্ন ও শ্রম করি, তাহার একমাত্র কারণ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম ও আন্তরিক অনুরাগ। যদি আমার অথবা প্রুফ-সংশোধকের অনবধানতাবশতঃ কোন স্থানে কোন রূপ ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়া থাকে, দয়ার্দ্র পাঠক তাহা সহিয়া লইবেন।

বান্ধব-কুটীর—ঢাকা—
৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩১১। } শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

মা—না মহাশক্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অমাবস্থার রাত্রি। রাত্রির প্রায় একার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। আকাশ অতি ভয়ঙ্কর মেঘে আচ্ছন্ন। উত্তরে—দক্ষিণে, পূর্ব্বে—পশ্চিমে, ঘোর গভীর দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকার। মুষল-ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে; এবং বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ-স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে, যেন প্রকৃতির সংহার-শক্তিতে, শোঁ শোঁ শব্দে, তুফান বহিতেছে। মাঝে মাঝে, কবি-কল্পিত প্রলয়-শিঙ্গার প্রাণাতঙ্ক গর্জ্জনের মত, কেমন একটা বিষাদ-ভয়াবহ, অশ্রুতপূর্ব্ব, অদ্ভুত শব্দ হইতেছে। মানুষ কি এমন সময়ে, এ সংসারে, কোন স্থানেও নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রা যাইতে পারে?

যে নিদ্রিত ছিল, সে চমকিয়া উঠিয়া শয্যার উপরেই এখন বসিয়া আছে; এবং বাস্তুগৃহে, ক্ষণে ক্ষণে, তরঙ্গ-প্রহত জীর্ণতরণীর ডুবু ডুবু ভাবের ন্যায়, কিরূপ একটা অচিন্তিত বিপদের ভাব অনুভব করিয়া, ভয়ে একবারে জড়ীভূত হইতেছে। যাহারা, তখন পর্য্যন্তও, নিজ নিজ দেহ-প্রাণ নিদ্রার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া, সে রাত্রির জন্য, বিষয়জগতের নিকট বিদায় লয় নাই, তাহারা একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, এবং এক এক বার গৃহের রুদ্ধ দ্বারগুলিকে অধিকতর দৃঢ়রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে, আতঙ্কের অন্ধপ্রেরণায়, অকারণ প্রয়াস পাইতেছে। তাই, হৃদয়ে ঐ জিজ্ঞাসা আবার উপস্থিত হইতেছে, —আকস্মিক নৈশ-ঝটিকার এইরূপ গ্রাম-নগর-নদবন-বিলোড়ি উন্মত্ত উল্লম্ফনের সময়, মনুষ্য কি কোথাও, নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত হৃদয়ে, নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়?

যাহার প্রাণ, জানিয়া অথবা না জানিয়া,—বুঝিয়া অথবা না বুঝিয়া, আর একটা বৃহত্তর প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রহে, এইরূপ সৃষ্টিবিনাশি খণ্ডপ্রলয়ের সময়েও, সে অনায়াসে প্রশান্ত নিদ্রা অনুভব

করিয়া থাকে। প্রমাণ—মায়ের কোলে শিশু। কিবা প্রাসাদে, কিবা পর্ণ-কুটীরে, মাতৃক্রোড়স্থ শিশু সকল স্থলেই নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। প্রাসাদের কথা বেসী কহিব না। কারণ, প্রকৃত মাতৃত্ব,—মানবজাতির চিরপূজাস্পদ প্রকৃত মাতৃভাব, প্রাসাদের প্রভুত্ব-সংগ্রাম ও প্রমোদ-লালসার তর তর তরঙ্গাবর্ত্তের মধ্যে, সকল সময়ে, ফুটিবার অবকাশ পায় না। কিন্তু পর্ণকুটীরে উহা প্রায় সকল স্থানে ও সকল সময়েই পূর্ণ সৌন্দর্য্যে ও পূর্ণ সম্পদে বিকশিত রহে। অতএব এখানে এইক্ষণ পর্ণকুটীরেরই কথা কহিব। মনুষ্য-মাত্রেরই ইহা জানিয়া রাখা উচিত,—এ কথা প্রগাঢ় ভক্তির সহিত হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, এই পৃথিবী, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও প্রেমের যে সকল পরম-রমণীয় প্রভাময় বস্তু লাভে, মাঝে মাঝে কৃতার্থ হইয়াছে,—যে সকল বস্তুর ছায়ামাত্র স্পর্শ করিয়াও, মনুষ্যের মধ্যে অনেকে, পার্থিব-জীবনেই, দেবত্ব লাভ করিয়াছে, দীন-হীনের পর্ণকুটীরই তন্নিচয়ের উৎপত্তিস্থান।

গ্রামের প্রান্তভাগে পর্ণকুটীর। দুঃখিনী বিধবা, সে পর্ণকুটীরে, আপনার দুধের শিশুটিকে বুকে

আবরিয়া, একখানি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া, তৃণ-শয্যায় শুইয়া আছে; এবং শিশু যেন কোন মতেও ক্লেশ না পায়, সেই জন্য, আপনার ক্লিষ্ট তনু দ্বারা শিশুর সুকুমার তনুখানি ঢাকিয়া রাখিতেছে। শিশু, এক এক বার, বজ্রের কর্ণবিকট কড়-মড় শব্দে ও বায়ুর হুহুঙ্কার গর্জ্জনে, ভয়ে চমকিত হইয়া, অর্দ্ধস্ফুট শব্দে ডাকিতেছে—মা; মা অমনিই, তাহার বুকের ধনকে যেন বুকের মধ্যে আরও টানিয়া লইয়া, পিঠে প্রাণভরা ভালবাসার হাত-খানি বুলাইয়া, অতি মধুর স্বরে আশ্বাসিত করিয়া কহিতেছে—এই ত আমি। মাতৃস্নেহের এইরূপ মৃদুল-মনঃশীতল সুকোমল অভয়-স্পর্শের পর, শিশু আর ভয় করিবে কেন?—শিশুর আর ভয় থাকিবে কিসে?

জ্ঞান-বৃদ্ধ মনুষ্যও, এই সংসারে, কতকটা ঐ শিশুরই মত নয় কি? তাহার বয়স ও বিদ্যাবুদ্ধি এবং বিজ্ঞতা অথবা অভিজ্ঞতা যেমনই কেন হউক না, তাহার প্রাণটা কখনও, ঐ শিশুর প্রাণের মত, আকস্মিকভয়ে চমকিয়া উঠে না কি? শিশু যেমন আলোর জন্য কাঁদিয়া আকুল হয়, সেও, আপনার বিঘ্নসংকুল জীবনের বর্ত্মে, আশার একটু

আলোক-রেখা দর্শনের জন্য, হৃদয়ে কখনও সেই প্রকার অধীর হয় না কি?

শিশুরই মত সে জাগিয়া নিশীতে,
শিশুরই মত সে কাঁদে ভীত-চিতে,
কাঁদিয়া আকুল আলোক পাইতে,
কণ্ঠ-স্বরে শুধু করুণ-ক্রন্দন। *

কিন্তু, শিশু যেমন মায়ের ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়, শিক্ষিত মনুষ্য কি এই নিখিল জগতের কোন স্থানেও, করুণা ও স্নেহের তাদৃশ আশ্রয় লাভ করিয়া, সেই রূপ নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইতে পারে? সংসার যখন অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়,—সাংসারিক দুঃখ চারিদিকে ঝঞ্কাবাতের ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে;—পর-সুখ-দ্রোহী ঈর্ষ্যাদগ্ধ প্রতারকের বিষাক্ত-লোভ-জনিত বিকার, বিদ্বেষ ও বিশ্বাস-ঘাতকতা বজ্রের ন্যায় বিকট শব্দে হৃদয়ে

---

* মহাকবির মূল লেখায় তিনটি মাত্র পংক্তি। আমি প্রসঙ্গসঙ্গতি ও অর্থপ্রতীতির অনুরোধে, অনুবাদে, সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিয়া, একটি পংক্তি বাড়াইয়াছি। মূলে এইরূপ,—

"An infant crying in the night,
An infant crying for the light;
And with no language but a cry."

আতঙ্ক জন্মায় ; এবং কঠোর-মূর্ত্তি বিপত্তি, উহার করাল জিহ্বা প্রসারণ করিয়া, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তিকে, রাক্ষসীর মত, একই গ্রাসে উদরস্থ করিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, মনুষ্য কি তখন, এই অনন্ত-বিস্তারিত অচিন্ত্য জগতের কোন স্থানেও, মাতৃক্রোড়ের ন্যায় একটুকু স্থান লাভ করিয়া, প্রাণে আশ্বস্ত হইতে পারে ? দুধের শিশু যেমন ভয় পাইয়া মা বলিয়া ডাকে, দীপ্তবুদ্ধি ও দূরদর্শী মনুষ্যও কি সেইরূপ, ভয়-ব্যাকুলতার সময়ে, কাহাকেও আত্মার অন্ধবিশ্বাসে মা বলিয়া ডাকিয়া, প্রাণে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ?

এই প্রশ্ন শুধু আমার নহে ও তোমার নহে। ইহা সমগ্র মানবজাতির দুঃখ-নিপীড়িত সমবেত-হৃদয়ের অন্তস্তল-সমুত্থিত অবশ্যম্ভাবি প্রশ্ন। মনুষ্য, জ্ঞানের উন্মেষ-সময় হইতে, ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া, বাহু তুলিয়া, আর্ত্তনাদের আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে, ঐ ঊর্দ্ধস্থিত অনন্ত-শূন্যকে অনন্ত প্রকারে এই প্রশ্ন করিয়াছে ; এবং তাহার ভয়ার্ত্ত ও তৃষার্ত্ত প্রাণ, যত কাল না শান্তি পায়,—যত কাল না দৃঢ় নির্ভরের জন্য একটুকু নির্ভয়-স্থান লাভ করে, তত কালই উহা ঊর্দ্ধ দিকে

চাহিয়া, এইরূপ প্রশ্ন করিবে। এই প্রশ্নের কি কোন উত্তর নাই ? মনুষ্য কি চিরকালই এই ভাবে নিরাশ-হৃদয়ে কাঁদিতে থাকিবে,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইবে ; অথচ এই অনন্তজগতে কেহই কি তাহার সে করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করিবে না ?

এখনকার এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমুজ্জ্বলা, সুখ-সৌভাগ্য-বিলাস-বিলোলা, সমুন্নত সভ্যতা যখন, সুদূর-স্বপ্ন-কথার মতও মনুষ্যের চিত্তে প্রবেশ করে নাই ;—মনুষ্য যখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলেই, বন্য-জীবের ন্যায়, ভূগর্ত্তে কিংবা বৃক্ষকোটরে বাস করি-য়াছে,—বন্যজীবের ন্যায়, দলে দলে ও পালে পালে, ঘুরিয়া ফিরিয়া, শুধুই আহারের অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিয়াছে,—এবং পশু পক্ষীর অপক্ক মাংস খাইয়া, অথবা একে অন্যের বুকের রক্ত চুষিয়া, কেমন এক প্রকার অমানুষ-উল্লাসে, অসুরের মত অট্টহাস্যে হাসিয়াছে, ভক্তিতত্ত্বের জন্মস্থান-রূপিণী, বেদ-বেদান্ত-প্রসবিনী পুণ্যময়ী ভারতভূমি, সেই সময়েও, মনুষ্যজাতিকে, মনীষিভক্তদিগের মধুর-গম্ভীর পবিত্র-কণ্ঠে উপদেশ করিয়াছেন,—

"মনুষ্য ভয় করিও না। যিনি এই চরাচর জগৎ

লইয়া জগন্ময়ী,—জগতে আনন্দ বিলাইবার জন্য চির-কাল 'চিদানন্দ-রূপিণী,' সেই 'সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যা,'—'সর্ব্বার্থসাধিকা,'—'শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরা-য়ণা,'—'সর্ব্ব-ভূত-স্থিতা,'—'সর্ব্বস্বরূপা'—'সারাৎ-সারা' জগন্মাতা অভয়াই তোমার মা। তুমি মাতৃ-হীনের ন্যায় বৃথা বিলাপ করিয়া বিষাদে ডুবিও না। তুমি বিশ্বাসে অটল ও ভক্তিতে আনন্দসিক্ত হও, এবং মায়ের শ্রীপাদপদ্মে অথবা স্নেহময়-ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাও।"

মহাযোগ-মগ্ন, ভক্তি-বৈভব-সম্পন্ন তাত্ত্বিকদিগের উল্লিখিত মহাবাক্য অবশ্যই বিশ্বাস-প্রবণ মনুষ্যের প্রাণে কতকটা শান্তি দান করিতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞান উহা মানিয়া লইবে কেন? যাহা চক্ষু কর্ণ ও চর্ম্ম-প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, বিজ্ঞানের নিকট শুধু তাহাই সত্য, এবং অন্য সমস্তই অলীক, অমূলক, অন্তঃসার-শূন্য ও অসত্য। তুমি তোমার তৃষাকুল তাপিত প্রাণে শান্তি পাও আর না পাও,—তুমি ধূলায় লুটাইয়া ক্রন্দন কর, অথবা হৃদয়ের আবেগে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাক, বিজ্ঞান তোমার মনগড়া পুতুলকে মাতা বলিয়া

পূজা করিতে যাইবে কি জন্য ? তুমি কল্পনার মধু-মাখা প্রতারণায় মুগ্ধ হইয়া ঐ দিগন্তব্যাপি বিশাল শূন্যকে মনে মনে মা বলিয়া চিন্তা করিতে পার,—মা বলিয়া আপনি আপনার মনে শত-লক্ষ-বার সম্ভাষণ করিতে পার। কিন্তু কঠোর-সত্য-প্রিয় কর্ম্মনিষ্ঠ বিজ্ঞান ঐ অসীম শূন্যকে অপার-কারুণ্যপূর্ণ প্রকৃত পদার্থ বলিয়া মানিয়া লইবে কেন ?

ইহা পৃথিবীর বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, মনুষ্য-জাতির অনেকে, যে বিজ্ঞানকে, এত দিন অপদেব-তার কর-ধৃত কৃত্রিম-দীপিকা (Will-o-the Wisp or Ignis-fatuous) জ্ঞানে, ভয়ে ভয়ে এড়াইয়া চলিত, এবং যে বিজ্ঞানের নাম শুনিলেই ভীত-ত্রস্তবৎ শিহ-রিয়া উঠিত, আজি সেই বিজ্ঞানই, আকৃতি ও প্রকৃ-তিতে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া, ভক্তি-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশক ; এবং যাঁহারা, প্রকৃত সাধকের ন্যায়, সুদীর্ঘকাল সত্যের অন্বেষণ করিয়া, মনুষ্য-জাতিকে ধীরে ধীরে, সোপানের পর সোপানের উপরে, প্রকৃত উন্নতির দিকে, টানিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা সকলেই আজি জগন্ময়ী মহাশক্তির মন্ত্র-দীক্ষিত উপাসক।

বিজ্ঞান-গুরু হর্ব্বার্ট স্পেন্সার অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন। প্রত্যক্ষবাদী অগাষ্ট কোম্‌টি যাঁহাকে সূক্ষ্মদর্শী সহযোগী বলিয়া সম্মান করিয়াছেন,—মনস্বিজন-বরেণ্য যন্ ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা যাঁহাকে অতি বড় প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত আচার্য্যের আসন দিয়াছেন, সেই অদ্বিতীয়নামা স্পেন্‌সর অদ্যাপি জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে একটা জ্যোতির্ম্ময় পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। * স্পেন্সার, তাঁহার এই চরম-বার্দ্ধক্যে, যেন আপনার

* মহামতি স্পেন্‌সার, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রথম-রচনাসময়ে জীবিত ছিলেন। তিনি, বিগত ৮ই ডিসেম্বর, পৃথিবীর বিজ্ঞান-জগৎ অন্ধকার করিয়া, স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। জানিতে পাইলাম, স্পেন্‌সারের স্মৃতির সম্মানার্থ, ইংলণ্ডাধিবিষ্ট এক জন হিন্দু এক হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ পনর হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এ দান হিন্দুহৃদয়েরই উপযুক্ত বটে। কেন না, স্পেন্‌সার, বেদান্তশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করিয়া, হিন্দুজাতির গৌরব বাড়াইয়াছেন; এবং চিরজীবন, হিন্দু ঋষির মত, নিষ্কাম-নির্ম্মল প্রশান্তচিত্তে তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন করিয়া, জীবনের চরম-যজ্ঞসময়েও, হিন্দুদিগেরই পুরাতন প্রথা অনুসারে অগ্নিসংস্কৃত হইয়াছেন। তাঁহার স্মরণীয় নাম প্রত্যেক শিক্ষিত

সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্যেই, সমগ্র মানব-জাতিকে সম্ভাষণ করিয়া, উপদেশ করিয়াছেন যে,—"যিনি এই জগতের আদিকারণ-রূপা, তিনি অনন্তা, অনাদ্যা ও সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি;—তাঁহা হইতেই এই সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে,—বিশ্ব তাঁহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে; এবং আমরা সকলে, সকল সময়ই, সাক্ষাৎসম্বন্ধে, তাঁহার সম্মুখে আছি।"

ও শিক্ষার্থী হিন্দুর গৃহদ্বারে শোভনাক্ষরে লিখিত রহুক। আমরা যাঁহাদিগের গ্রন্থপত্র পড়িয়া সামান্য কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছি, এবং যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা, গভীর ভক্তির সহিত, গুরুজ্ঞানে স্মরণ করিয়া থাকি, স্পেন্‌সার্ তন্মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি। স্পেন্‌সারের জীবনচরিত লিখিব, এবং তাঁহার লেখা পড়িয়া যাহা শিখিয়াছি, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতে যত্ন করিব, এ বয়সে এখন আর এমন আশা নাই। অতএব, এই স্থলে, এই সুযোগেই, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিলাম।

* "Ever in presence of an Infinite and Eternal Energy, from which all things proceed,"—শক্তি শব্দের বিশেষণে, অনন্ত স্থলে অনন্তা ও অনাদি স্থলে অনাদ্যা প্রভৃতি স্ত্রীত্ব-বোধক আপ্ ও ঈপ্-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পুরাতন শব্দাদির প্রয়োগ জাতীয় সংস্কার ও জগদাদৃত সংস্কৃতভাষার পূর্ব্বতন গৌরব-রক্ষার্থ।

পাঠকের এখানে মনে রাখিতে হইবে যে স্পেন্‌সরের এই সাক্ষ্য আবেগ-বিহ্বলা ভাব-ভক্তির অন্ধ বিশ্বাস অথবা ঈষদুন্নিদ্রিত কল্পনার আকস্মিক উচ্ছ্বাস নহে। কারণ, তিনি স্থানান্তরে, বিজ্ঞানের নাম লইয়া,—বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষার সমস্ত প্রণালী স্তরে স্তরে প্রদর্শন করিয়া, বিজ্ঞান-মূলক তত্ত্ববিদ্যার বিশদ ভাষায়, মুক্ত-কণ্ঠে কহিতেছেন যে,—"মনুষ্যের বুদ্ধি কোন প্রকারেই একটি বিশ্বব্যাপি সত্যকে অতিক্রম করিতে পারে না। বুদ্ধি যখন, ক্রম-স্ফূর্ত্তির নিয়ম-অনুসারে, সকল দিকে সমান রূপে সম্প্রসারিত হয়, তখন উহা স্পষ্ট বুঝিতে পায়,—ক্রমেই অধিকতর স্পষ্ট অনুভব করে যে, এ জগতে সূক্ষ্ম ও স্থূল, দ্রব ও ঘন, এবং সুন্দর ও কুৎসিত, যত কিছু দৃশ্য আছে, সমস্ত দৃশ্যেরই অন্তর্মূলে এক অজ্ঞেয় ও অচিন্ত্য শক্তি নিত্য-প্রতিষ্ঠিত। সে শক্তি, এক দিকে সহজ জ্ঞান (intuition) এবং আর এক দিকে কল্পনার অনধিগম্য হইলেও, তদীয় অস্তিত্ব, অভ্রান্ত অথবা সংশয়াতীত সিদ্ধান্ত। মানবজাতির বুদ্ধি, উহার প্রথমবিকাশের সময় হইতেই, এই অভ্রান্ত সত্যের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে; এবং বিজ্ঞানও, জ্ঞান-

গম্য তত্ত্বের প্রান্তরেখায় পঁহুচিয়া, এই সত্য অথবা এই সিদ্ধান্তেরই সন্নিহিত হইতে বাধ্য হইতেছে। তর্কশাস্ত্রের বিচারপ্রণালী যত কেন কঠোর হউক না, উহা এই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত রহিবে; এবং মনুষ্যের হৃদয়-নিহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও, আপনার সর্ব্ব-প্রকার ক্রিয়া কিংবা অনুশীলনের জন্য, উহাতে অসীম ক্ষেত্র লাভ করিবে।

---

* আমি স্পেন্সরের লেখার আক্ষরিক অনুবাদ করিতে সাহস পাই নাই; ভাবার্থ মাত্র সংকলন করিতে যত্ন করিয়াছি। যাঁহারা মূল লেখা পড়িতে ইচ্ছা করেন, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয় তাঁহাদিগের প্রীতিকর হইবে।——

"The consciousness of an inscrutable Power manifested to us through all phenomena has been growing ever clearer, and must eventually be freed from its imperfections. The certainty that, on the one hand, such a Power exists, while, on the other hand, its nature transcends intuition and is beyond imagination, is the certainty towards which intelligence has from the first been progressing. To this conclusion science inevitably arrives as it reaches its confines, while to this conclusion Religion is irresistibly driven by criticism. And, satisfying as it does the demands of the most rigorous logic, at the same time that it

এখানে একটি বৃহৎ কথা হইতেছে। স্পেন্সার, জগদাদিভূতা অনন্তাকে সাধারণতঃ বুদ্ধিলভ্য—অর্থাৎ সাধ্যজ্ঞান ও শিক্ষিত-বুদ্ধির অধিগম্য—বলিয়া স্বীকার করিয়াও, সহজজ্ঞানের অনধিগম্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? এইরূপ স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির সূক্ষ্ম পার্থক্য কোথায় যাইয়া পর্য্যবসিত হইতেছে? যখন দেখিতেছি যে, সংসারের শতসহস্র কোটি অনক্ষর মূর্খ, শিক্ষার পথে কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর না হইয়া, এবং মানবজীবনের কোন বিষয়েই কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ না করিয়া, আপনা হইতেই কেমন এক অনির্ব্বচনীয় অনন্তশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তখন কি ইহা মনে করিয়াই পরিতৃপ্ত রহিব যে, এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস প্রকৃতির প্রতারণা ভিন্ন

---

gives the religious sentiment the widest possible sphere of action, it is the conclusion we are bound to accept without reserve or qualification." (First Principles) স্পেন্সারের এই সিদ্ধান্ত ঋষিবাক্যে অতি অল্পাক্ষরে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা,——

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ,
যোনস্তবেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।"

আর কিছুই নহে? যখন দেখিতেছি যে, দুধের শিশু,* দন্তোদ্ভেদের পর হইতেই, সময়ে সময়ে, কিরূপ এক বিচিত্র ভাবে আবিষ্ট হইয়া, ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করে; এবং রোগ শোক অথবা দুঃখকষ্টের সময়ে, আপনার হৃদয়ানুভূত ঊর্দ্ধতন শক্তি কিংবা অলক্ষিত ব্যক্তির উল্লেখ করিয়া হৃদয়ে একটু শান্তি পায়; তখন কি ইহা মনে করিয়াই প্রবোধ পাইব যে, শিশুর ঐরূপ স্ফুটনোন্মুখ বিশ্বাস, অথবা শিশুহৃদয়ে সহজ জ্ঞানের ঐরূপ স্বাভাবিক স্ফুরণও, শুধুই প্রকৃতির প্রতারণা? কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক।

ইহা সকলেই জানেন যে, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাঁহারা বিখ্যাত-নামা পণ্ডিত, তাঁহাদিগের অধিকাংশই Intuition অর্থাৎ সহজজ্ঞানের বিরোধী। কেহ বিরোধী 'সহজজ্ঞান' শব্দের অর্থ ও অধিকার সম্পর্কে; কেহ বিরোধী একবারে উহার অস্তিত্ব সম্পর্কে। ধর্ম্মতত্ত্বের আচার্য্যদিগের মধ্যে অনেকেই, সহজজ্ঞানের

* দুই তিন বৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধের শিশু বলা যাইতে পারে। তাদৃশ শিশুর বুদ্ধিতে ঈশ্বর জ্ঞানের পরিচয় অনেক স্থলেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

নাম লইয়া, স্বকপোলকল্পিত সহস্র কথাকে, সংসার-ক্ষেত্রে সিদ্ধ সত্যরূপে চালাইয়া দিতে চাহেন, এই সূত্রেই এই বিরোধ। তাঁহাদিগের মতে সহজ জ্ঞান, চক্ষু কর্ণের মত, আত্মার একটি পৃথক্ বৃত্তি অথবা পৃথক্ শক্তি; এবং কিবা ঈশ্বরতত্ত্ব, কিবা ন্যায় ও অন্যায়, এবং কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য-প্রভৃতি-কথাসম্পর্কিত বিচারতত্ত্ব, সমস্তই ঐ এক সহজজ্ঞানের অধিগম্য।

যিনি, ঈশ্বরকে সগুণ ও সচ্চিদানন্দরূপে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, ঐ ভাবে তাঁহাকে উপাসনা করিতে ভালবাসেন, তিনিও সহজজ্ঞানের দোহাই দেন; এবং যিনি তাঁহাকে নির্গুণ-নিরাকার-ভাবে বর্ণনা করিতে অনুরাগী, তিনিও ঐ সহজজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া আপনার মতের উপর দণ্ডায়মান হন। কেহ আমিষভোজন এবং সঙ্গীত-সাহিত্যের অনুশীলন প্রভৃতি আনন্দজনক অনুষ্ঠান মাত্রকেই সহজজ্ঞানের নামে পাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কেহ আবার, সহজজ্ঞানেরই নাম লইয়া, সাম্প্রদায়িক-শত্রু-নির্য্যাতন অথবা স্বমতবিরোধিদিগের নিপীড়ন প্রভৃতি নানাবিধ নিষ্ঠুর কার্য্যকেও সাধুজন-পূজ্য সৎকার্য্য বলিয়া অনুমোদন করিয়া থাকেন। সহজজ্ঞানের সূক্ষ্ম আলোকে, কেহ

ছিন্নকন্থা-সমাচ্ছাদিত সর্ব্বত্যাগী যোগী; কেহ আবার, সেই আলোকেরই সীমার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, সর্ব্বসুখ-বিলাসী ভোগী ;—কেহ অবতারবাদের অনুকুল, কেহ অবতারবাদের প্রতিকুল ;—কেহ উপাসনা ও প্রার্থনার পক্ষপোষক, এবং কেহ বা উপাসনা ও প্রার্থনার প্রতিবাদ-খ্যাপক।

বস্তুতঃ, সহজ-জ্ঞান-বাদিদিগের মতে ঐ এক সহজ-জ্ঞান শব্দে না বুঝায় এমন কথা নাই,—না অধিকার করে এমন প্রসঙ্গ নাই। সাংসারিক জীবনের সর্ব্ববিধ কার্য্য,—সমাজসংস্কার, রাজনীতির উপস্কার, বিজ্ঞান-পরীক্ষিত প্রাকৃত-তত্ত্বের সারোদ্ধার, সমস্তই সহজজ্ঞানের আয়ত্ত ও অধিকারভুক্ত। বাল্যবিবাহ মহাপাপ, কেন না সজহজ্ঞানে ইহা নিরূপিত রহিয়াছে ; আর মর্‌মনদিগের মতানুমোদিত বহুবিবাহ মঙ্গলজনক, কেন না ইহাও তাহাদিগের সহজজ্ঞানে স্বীকৃত হইয়াছে। মিল ও কোম্‌টি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা, এই সকল কারণে, সহজজ্ঞানের অধিকারের উপর নানাপ্রকারে আঘাত করিয়াছেন ; এবং কেহ কেহ, উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া, মনুষ্যের সর্ব্ববিধ জ্ঞানকে শিক্ষা ও পরীক্ষানিষ্ঠ বুদ্ধি-

রই বিষয়ীভূতরূপে প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসপর হইয়াছেন।

তত্ত্বদর্শী স্পেন্সার এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তী। তিনি সহজজ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, উহার অধিকার সঙ্কোচন করিয়াছেন; এবং সহজ-জ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের পদ্ধতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তন্তুবিচ্ছেদে ভাল করিয়া বুঝাইতে যত্নবান্ হইয়া থাকিলেও, জগতের আদিভূতা সনাতনীর 'স্বরূপ' অথবা স্বভাবকে সহজজ্ঞানের অধিগম্য বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার আপনার লেখায়ই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, মনুষ্যের মন অথবা মানবীয় বিজ্ঞান, উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, যে দিকে কেন প্রধাবিত হউক না, উহা পরিশেষে,—যেন আর পথ না পাইয়া,—যেন আর এড়াইয়া যা-ইতে না পারিয়া, মনোবুদ্ধির অগম্য-তত্ত্ব-স্বরূপ জগৎ-কারণকেই সার সত্য বলিয়া স্বীকার করে। সহজ জ্ঞান আর কি? উল্লিখিত-প্রকার অপরিহার্য্য অনু-ভূতিই সহজজ্ঞানের স্বাভাবিক প্রতীতি। যে সত্যে বিশ্বাস না করিয়া পারি না,—বিশ্বাস না করিয়া বুদ্ধিকে প্রবোধ দিতে সমর্থ হই না,—যে সত্যের

আশ্রয় না লইলে হৃদয়ে ও মনে কোনপ্রকারেই শান্তি পাই না, তাহাই সহজজ্ঞানের সত্য। সুতরাং মা জগন্ময়ী,—জগজ্জীবনী,—জগদেক-শরণা—সর্ব্বময়ী—'পরমা',—সহজজ্ঞান ও সাধ্যজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানেরই সমান আরাধ্যা। কেন না, তাঁহাকে প্রাণের অভ্যন্তরে প্রকৃত সত্যরূপে অনুভব করা পর্য্যন্ত জ্ঞান ও প্রাণ কখনও কোন অংশে, পরিতৃপ্ত রহিতে পারে না।

আমি সহজ জ্ঞানের প্রকৃতি এবং উহার সহিত জগন্ময়ী শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ক স্বাভাবিক-প্রতীতির কথাটা যে ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা প্রাকৃত-বিজ্ঞানের অন্যতম আচার্য্য পণ্ডিতবর্য্য টিণ্ডলের একটি প্রসিদ্ধ পঠিত-প্রবন্ধে, এবং ফরাশি বিদ্বৎ-সমিতির সুপরিচিত সদস্য মহামতি প্যাষ্টিয়রের একটি চিরস্মরণীয় বক্তৃতায়, অতি আশ্চর্য্যরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। টিণ্ডল, বাসন্তী অবনীর অঙ্কুরিত তৃণ-শষ্প এবং তরু-লতার উদ্গমোন্মুখ পুষ্পপল্লবের প্রসঙ্গ তুলিয়া, গদ্গদকণ্ঠে কহিয়াছিলেন,—

"আমি যখন, নূতন বসন্তে, আমার চারিদিকে, নবোদ্গত প্রাণের সর্ব্বব্যাপি আনন্দ-উচ্ছ্বাস নয়ন

ভরিয়া নিরীক্ষণ করি, তখন আমি, আমার আপনার অজ্ঞানতা চিন্তা করিয়া, আপনাকেই আপনি বিস্ময়াভিভূত চিত্তে জিজ্ঞাসা করি যে, প্রাণ কি?—প্রাণের বিকাশ হয় কিরূপে?—এ সকল তত্ত্ব আমিই যেন না জানিলাম,—না বুঝিলাম। এই নিখিল জগতে এমন জন কি কেহই নাই,—এমন কোন শক্তি, এমন কোন স্বত্বাবান্—এমনই কিছু-কি কেহই নাই, যাঁহার জ্ঞান আমার এই সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ জ্ঞান হইতে বৃহত্তর? আমি আপনাকে আপনি ইহাও জিজ্ঞাসা করি,—যে, মানুষের সামান্য জ্ঞানই কি এ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান,—ইহার উপর কি উচ্চতর জ্ঞান নাই?—মানুষের জীবনই কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন,—ইহার উপর কি আর শ্রেষ্ঠতর জীবন নাই?" *

---

* "I have seen these things hundreds of times, but I never look at them without wonder. And, if you allow me a moment's diversion, I would say that I have stood in the spring-time and looked upon the sprouting foliage, the grass and the flowers, and the general joy of opening Life. And, in my ignorance of it all, I have asked myself whether there is no power, being, or thing in the universe whose know-

টিণ্ডলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল প্রাণ-স্ফুরিত উদ্ভিদ-জগতে, প্যাষ্টিয়রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল প্রাণশূন্য নক্ষত্রজগতে। প্যাষ্টিয়র, নক্ষত্রজগতের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া, তাঁহার বিজ্ঞান-কঠোর ও বিশ্বাস-বিমুখ শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন,—

"ঐ যে ঊর্দ্ধে নক্ষত্রখচিত নীল-নভস্তল দেখিতেছি, উহার পৃষ্ঠ ভূমিতে কি আছে? উত্তর হইতেছে,—আরও নক্ষত্র,—আরও নক্ষত্র,—আরও নক্ষত্রময় নভোমণ্ডলনিচয়। ভাল, তার পর,—তার পর,—তার পর? মনুষ্যের মন, এই ভাবে—এইরূপে,—কেমন এক অপরিহার্য্য অপরাজিত শক্তিতে শাসিত হইয়া, নিরন্তরই জিজ্ঞাসা করিবে,—তার পর কি রহিয়াছে?—যাহা দেখিতেছি, তাহার পৃষ্ঠ ভূমিতেও কিছু আছে কি?"

"বিজ্ঞান এ স্থলে উত্তর করিবে,—যাহা দেখিতেছ, তাহার পর—অনন্ত স্থান,—অনন্ত কাল,—এবং

---

ledge of that of which I am so ignorant is greater than mine. I have asked myself, Can it be possible that man's knowledge is the greatest knowledge, that man's life is the highest life? &c." Professor Tyndall.

অনন্ত প্রকার বিশালতার বিপুল বিস্তার। উত্তর হইল বটে। কিন্তু যে সকল শব্দের সাহায্যে উত্তর হইল, কেহই তাহার অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হইল কি? তবে ইহার দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, যিনি ঐ 'অনন্ত' শব্দ উচ্চারণ করেন,—উচ্চারণ না করিয়া উপায় নাই, কারণ সকলেই ঐ অনন্তের আশ্রয় লইতে বাধ্য,—সুতরাং যিনি বাধ্য হইয়া অনন্তের নাম উচ্চৈঃস্বরে জ্ঞাপন করেন, তিনি তাঁহার ঐ এক উক্তির দ্বারাই অলৌকিকের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন ;—পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম্মনিচয়ে যত প্রকার অলৌকিকের কথা আছে, ঐ অনন্ত শব্দের উচ্চারণের দ্বারা, তাহা হইতেও অধিকতর অলৌকিকের অস্তিত্ব খ্যাপন করিয়া থাকেন।

* "What is there beyond this starry vault?...It is useless to answer: Beyond are unlimited spaces, times and magnitudes. No body understand these words. He who proclaims the existence of an Infinite—and no body can evade it—asserts more of the supernatural in that affirmation than exists in all the miracles of all religions; for the notion of the infinite has the two-fold character of being irresis-

"সেই অনন্তের ভাব দুইটি বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত। উহার এক লক্ষণ এই,—উহাকে মানিতে হইবে—উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে,—মনুষ্যকে বাধ্য হইয়াই অন্তরে উহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে হইবে; অথচ উহা পূর্ব্বেও যেমন অজ্ঞেয় ছিল, স্বীকৃত ও অনুভূত হইয়াও উহা তেমনই অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত ও মনোবুদ্ধির অগম্য রহিবে। কিন্তু উহা যখন এই ভাবে মনুষ্যের হৃদয় ও মনে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় ও মনকে সর্ব্বতোভাবে যুড়িয়া বসিবে, তখন মনুষ্যের বুদ্ধি আর ক্রিয়া করিতে পারিবে না। বুদ্ধির সূত্রজাল তখন, একে একে ছিঁড়িয়া যাইবে, * এবং মনুষ্য ভক্তিতে তখন অবনত হইয়া, সে অনন্তের

tible and incomprehensible. When this notion seizes on the mind, there is nothing left but to bend the knees. In that anxious moment all the springs of intellectual life threaten to snap, and one feels near being seized by the sublime madness of Pascal." M. Pasteur in his address in the French Academy.

* "যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যো ঽমৃতোভবত্যেতাবদানুশাসনম্।"

চিন্তনে ও মননে—অনন্তের অনুধ্যানে,—জানুপাত সহকারে মাথা নোয়াইবে!”

যিনি স্পেন্সরের ভাষায় নিত্য-বিদ্যমানা, অনাদ্যা শক্তি,—টিণ্ডলের ভাষায় অজ্ঞেয় প্রাণ অথবা প্রাণ-স্ফূর্তির অচিন্তনীয় কারণ, এবং প্যাষ্টিয়রের ভাষায় The Infinite—অথবা অনন্তময়ী, তিনিই তাত্ত্বিক-শিরোমণি স্পিনোজার * ভাষায়, আপনাতে আপনি অবস্থিত, অনাদিসিদ্ধ নিত্য বস্তু। ‘বস্তু’—Substance—এই শব্দটি বড়ই গূঢ় ও গভীর অর্থের প্রতিপাদক। ফুল, ফল, লতা, পাতা, এগুলি বস্তু অর্থাৎ Substance রূপে প্রতীয়মান হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তু নহে। কারণ, এগুলি আপনাতে আপনি বাস করে না। ফুল শুকাইয়া যায়; ফল ঝড়িয়া পড়ে;

* যাঁহারা ইউরোপীয় দর্শন ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, তাঁহাদিগের নিকট বেনিডিক্ট স্পিনোজা (Benedict Spinoza) কখনও নামতঃ অপরিচিত নহেন। সাম্প্রদায়িক অন্ধদিগের মধ্যে অনেকে স্পিনোজাকে নাস্তিক ও অবিশ্বাসী বলিয়া গালি দিয়াছেন। অথচ, যাঁহারা, অসাম্প্রদায়িক ও তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা মহামতি স্পিনোজাকে The God-intoxicated man অর্থাৎ ভগবদ্ভাবোন্মত্ত বলিয়া পূজা করিয়াছেন। Vide Hallam's History of the Literature of Europe.

লতা ও পাতা যথাকালে বিশীর্ণ হইয়া বিনাশ পায়। কিন্তু ঐ ফুল, ফল ও লতা পাতা, অথবা এই বিশ্ব-সংসারের সমস্ত পদার্থ সতত যাঁহাতে বাস করিতেছে,—যাঁহাতে অবস্থিত রহিয়া ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে, বিভিন্ন বস্তুরূপে প্রকাশিত হইতেছে, তিনিই সেই এক,—অদ্বিতীয়,—অনন্তরূপী সিদ্ধ বস্তু। তিনি শুধুই এক নহেন, তিনি—একমেবাদ্বিতীয়ং; তাঁহা ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি সংসারের সমস্ত বস্তু লইয়া সর্ব্বস্বরূপ।

* "The Absolute Self-existent Substance is God. Everything else must be attributes and modes under which that Substance appears. God then exists. The proof of His existence is identical with One Infinite, Eternal, Self-existent Substance. Moreover, it is demonstrated that there can be but one Substance in the universe; for one substance cannot be produced by another, according to its very definition or Being, self-existent. Hence God is not only One, but there can be no real existence besides. He is the great Universal All."——Spinoza.

ফলতঃ, সর্ব্বস্বরূপ বলিলে যাহা বুঝায়, ভারতীয় ঋষিরাই তাহা এই পৃথিবীতে প্রথম বুঝিয়াছিলেন; এবং তাঁহারাই, জগৎকারণ-রূপিণী অপ্রত্যক্ষ শক্তিকে, সকল জাতির আগে, সর্ব্বস্বরূপা নামে প্রত্যক্ষ পূজা করিয়া, আপনাদিগের অগাধ জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের হৃদয়ের সে ভাব ও বৈভব এই ক্ষণ সংসারের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে; এবং যাহারা কোন দিন কানেও তাঁহাদিগের নাম শোনে নাই, তাহারাও আজি, ভক্তির অন্তঃপ্রবাহিত ফল্গু-গঙ্গায়, তাঁহাদিগেরই ভাবানুবর্ত্তনে, অবগাহন করিয়া, জগতের আশ্রয়স্বরূপ অনন্ত-শক্তিকে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া আরাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান কা-লের বিখ্যাত-কীর্ত্তিস্তম্ভ, দার্শনিক-কবি টলষ্টয় এক স্থলে বলিয়াছেন,—"ঈশ্বর কি? আমি যাঁহাকে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সকল সময়েই সীমারহিত সর্ব্বস্বরূপ * ('Unlimited All') বলিয়া

* "What is God? God is that All, that infinite All, of which I am conscious of being a part, and therefore all in me is encompassed by God, and I feel Him in everything."

অনুভব করি, তিনিই আমার ঈশ্বর। তিনি সর্ব্বময় অথবা সর্ব্বস্বরূপ, আমি সেই সর্ব্বস্বরূপের অতি সামান্য সাকার প্রতিকৃতি।"

এই সর্ব্বস্বরূপ নিত্য বস্তুকে সুবিজ্ঞ তাত্ত্বিক ড্রেসার * অতীন্দ্রিয় সারাৎসার (The Transcendental Reality) বলিয়া ধ্যান করিতে ভালবাসেন; ভক্ত

পুনশ্চ স্থানান্তরে,——

"God is that unlimited all which I know within myself in a limited form. I am limited, God is infinite." Thoughts on God, by Leo Tolstoy.

* Horatio. W. Dresser, author of "The Perfect Whole," "The Power of Silence", &c. &c. &c. and the Editor of the "Higher Law." ড্রেসার এখনও জীবিত আছেন; এবং তত্ত্বপিপাসু পণ্ডিত-সমাজের হৃদয়ের উপর প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতেছেন। তিনি তাঁহার মৌনশক্তি নামক গ্রন্থের একস্থলে লিখিতেছেন,—"আমাদিগের বুদ্ধি নিরন্তর যাঁহার অনুসরণে ব্যাপৃত, তিনি কি? তিনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডময় অনন্ত কারণের আদি কারণ, অথবা একমাত্র কারণ, —শাশ্বত,—সর্ব্বব্যাপি—অতীন্দ্রিয়—সারাৎসার। এ সংসারে যাহা কিছু আছে,—এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবে, তিনিই তাহার প্রস্রবণ—The One, ultimate, all-embracing Cause which needs no explanation.

ও ভাবুক-পণ্ডিত ট্রাইন * অনন্তব্যাপি প্রাণ বলিয়া সতত আরাধনা করেন; এবং ইভান্স্ † প্যাটারসন ‡ ও হেন্‌রী উড্ § প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ বিশ্বব্যাপি-মনঃশক্তি (The One Universal Mind) অথবা জগন্ময়-জীবন (The One Universal Life) প্রভৃতি নানাবিধ নামে চিন্তা করিতে উপদেশ করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সকল নামেরই এক অর্থ,—অর্থাৎ সর্ব্বাত্মিকা, সর্ব্বাভিভাবিকা, সারাৎসাররূপা, সর্ব্বব্যাপিনী মহাশক্তি।

* Ralph Waldo Trine, author of "In tune with the Infinite or Fullness of Peace, Power and Plenty." &c. &c. &c.

† W. F. Evans, author of "The Soul and Body", "The Divine Law of Cure," &c. &c.

‡ Charles Brodic Patterson, author of "Seeking the Kingdom beyond the clouds." &c. &c.

§ Henry Wood, author of "God's image in Man", "The Ideal suggestion." &c. &c.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইহা বিশিষ্টরূপে বুঝিয়াছি যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়ী মহাশক্তির নিত্য-বিলাস-ক্ষেত্র; এবং কিবা নায়েগ্রার নয়ন-মনঃস্তম্ভন জলপ্রপাত, কিবা উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গে মুহুর্মুহু বজ্রাঘাত,—কিবা নব-বসন্তের সুখ-স্ফুরণে কোকিল ও কোকিলার আনন্দকূজন, কিবা লতাপাদপের ঘন-সন্নিবেশ-জনিত মনোহর নিকুঞ্জে ঝিল্লীর মধুর-ধ্বনি—অথবা ভ্রমরের মৃদুগুঞ্জন, সমস্তই এক অদ্বিতীয় অনন্তব্যাপি ও সর্ব্বভূতাধিবিষ্ট মহাশক্তির প্রাকৃত স্তোত্র। কিন্তু সেই মহাশক্তি,—সেই সর্ব্বময়ী—সর্ব্বব্যাপিনী, জল, অগ্নি, বায়ু অথবা অশনি-বিদ্যুতের ন্যায় অচেতন, না মনুষ্যের মন ও বুদ্ধির ন্যায় সচেতন?

এই নিখিল জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, —উৎপন্ন হইয়া যাঁহার সামর্থ্যে বিধৃত রহিয়াছে,— বায়ু যাঁহার শাসনে † অবিরত বহিতেছে,—অগ্নি জ্বলিতেছে,—আলোকের প্রস্রবণস্বরূপ অসংখ্য নক্ষত্রমালা বিশ্বের অনন্ত-বিস্তারে নিরন্তর আলোক দান করিতেছে, এবং বিশ্ব-সংবিধানের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত বস্তু, অথবা সমস্ত কার্য্যই, যাঁহার অপার জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে, তিনি স্বয়ং সচেতন, না অচেতন, এমন অদ্ভুত প্রশ্ন ভারতীয় ঋষির ভক্তিরসাভিষিক্ত পবিত্র প্রাণে কখনও ঠাঁই পায় নাই। তাঁহাদিগের ভাষায়, ভাষার প্রথম সৃষ্টি হইতে, জগজ্জীবন-শক্তির আর এক নাম চিন্ময়ী অথবা চৈতন্যরূপিণী। কিন্তু ইয়ুরোপীয় দার্শনিকেরা, চিন্ময়ীর চৈতন্য—অর্থাৎ জীবনের সজীবতা—সম্বন্ধেও, প্রশ্ন উত্থাপনের দ্বারা, মনুষ্যহৃদয়ের স্বাভাবিক বিশ্বাসকে বিচলিত করিতে কুন্ঠিত হন নাই।

* "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
—যেন জাতানি জীবন্তি,—
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি;"

† "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎতপতি সূর্য্যঃ,
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

ইয়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে হার্টমানের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জর্ম্মণীর সুপরিচিত দার্শনিক এড্ওয়ার্ড ভন্ হার্টমান,* সাধারণতঃ নাস্তিক বলিয়া পরিচিত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক নহেন। তিনি জগদ্ব্যাপি ‡ ঐশী শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন;—আর সে শক্তির বুদ্ধি ও ইচ্ছা (Intellect and Will) আছে, এবং এই প্রাকৃত জগতের সমস্ত স্থলেই বুদ্ধি ও ইচ্ছার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, এ কথাও বিশেষ দৃঢ়তার সহিত প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু হার্টমান এত কথা স্বীকার করিয়া—এবং তত্ত্বজ্ঞানের দুরা-

* Edward Von Hartmann, author of "The Philosophy of the Unconscious."

‡ 'জগদ্ব্যাপিনী' স্থলে 'জগব্যাপি' অবিভক্তিক নির্দ্দেশ,—প্রতিপদিকান্ত নকার-লোপে হ্রস্ব ইকারান্ত। বাঙ্গালায় এই-রূপ প্রয়োগ, অপরিহার্য্য না হইলেও, স্থল বিশেষে, আবশ্যক। যথা,—চন্দ্রের জ্যোৎস্না স্বভাবতঃ শীতল,—অগ্নির জ্বালা ভয়ঙ্কর,—মেয়েটি সুন্দর,—উহার মুখের শ্রী, দৃষ্টির ভঙ্গি, সমস্তই মধুর। উপরিধৃত বাক্যনিচয়ে, শীতল, ভয়ঙ্কর, সুন্দর ও মধুর প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ সমূহ যেমন অবিভক্তিক ও স্ত্রীপ্রত্যয়-শূন্য, জগদ্ব্যাপি শব্দও সেইরূপ অবিভক্তিক ও স্ত্রীপ্রত্যয়-বর্জ্জিত।

রোহ শৈলে,—স্তরের পর স্তরে, এতদূর উত্থিত হইয়া, পরিশেষে, আত্মবুদ্ধির কিরূপ এক অবোধ্য বিপাকে পড়িয়া, উপদেশ করেন যে, 'বুদ্ধি আর চৈতন্য (Intellect and Consciousness) এক পদার্থ নহে; অতএব জগৎকারণ-শক্তির বুদ্ধি ও ইচ্ছাবিশিষ্টতা স্বীকৃত হইলেও, তিনি আপনাতে আপনি সচেতন এমন কথা স্বীকার করা যায় না।'

এ সকল উদ্ভ্রান্ত মত এখন আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে কাহারও কাছে কোনরূপ আদর পায় না। পাইবার কথাও নহে। কারণ, যাঁহারা আত্মচৈতন্য-রূপ প্রত্যক্ষ সত্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পরমাত্ম-চৈতন্যের তত্ত্ব পরিগ্রহে যত্নপর হ'ন, তাঁহারা দেখিতে পান যে, মনুষ্যের অন্তর্জ্জগৎ আর বহির্জ্জগৎ উভয়ই এক সূতায় গ্রথিত; এবং অন্তর্জ্জগতের বিবিধ ভাব ও বহির্জ্জগতের পরস্পর-বিরুদ্ধ বিবিধ বিচিত্র দৃশ্য—সমস্তই সেই এক চৈতন্যময় শক্তির অচ্ছিন্ন চিন্তার শৃঙ্খলে আশ্চর্য্যরূপে অনুস্যূত।

মনুষ্যের অন্তর্জ্জগতে জলের তৃষ্ণা, বহির্জ্জগতে জল। মনুষ্য তৃষ্ণায় আকুল হইয়া চাতকের ন্যায় জল-বিন্দুর জন্য লালায়িত হয়; বহির্জ্জগৎ, যেন

মাতৃস্নেহের সন্ধুক্ষণে, তাহাকে সহস্রপ্রকার স্বাদু-শীতল ও সুপেয় জলরাশি উপহার দিয়া, তাহার সে তৃষ্ণার সন্তর্পণ করে। মনুষ্যের অন্তর্জ্জগতে রূপ-লালসা, বহির্জ্জগতে রূপের লীলাতরঙ্গময় অপার সমুদ্র। যেন কোন রূপ-নিধান ঐন্দ্রজালিক, যবনি-কার অন্তরালে রহিয়া, মনুষ্যকে পটের পর পটে, রূপের হৃদয়-হারি বিলাস-চাতুর্য্য প্রদর্শন করি-তেছে; এবং মেঘের বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া, মনুষ্যের মোহন-মধুরা মহিমময়ী মূর্ত্তি পর্য্যন্ত, জগ-তের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ,—ভয়ঙ্কর ও মনোহর, সমস্ত বস্তু-তেই রূপের অনন্ত প্রকার আভা মুদ্রিত করিয়া, মনু-ষ্যকে রূপের আকর্ষণে কোথায় যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ফলতঃ, মনুষ্য যদি শুধুই রূপ দেখিয়া হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে একাদিক্রমে এক কোটি বৎসর রূপ-সুধা পান করিলেও, প্রকৃতির রূপের ভাণ্ডার ক্ষয় পাইবে না। মনুষ্যের অন্তর্জ্জগতে জ্ঞানের পিপাসা, বহির্জ্জগতে জ্ঞানের গিরি-সাগর-শোভি অসীম বৈভব। বাহি-রের এই বিশ্বসৃষ্টি, বিচিত্রতার অসীম সম্পদে, এক বিশাল গ্রন্থের ন্যায় বিস্তারিত রহিয়া, মনুষ্যকে

সতত এই এক কথাই যেন, নানাবিধ স্বরে, নানা প্রকারে কহিতেছে,—আমায় দেখ,—আমায় শিখ, —আমাকে অধ্যায়ে অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে, শিশুর ঔৎসুক্যে ও বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্যে,—নিয়ুটনের অধ্যবসায়ে ও হুম্বোল্ডের * অতৃপ্ত ক্ষুধায়, সর্ব্বতোভাবে অধ্যয়ন করিয়া, উন্নতির ইয়ত্তাশূন্য বর্ত্মে ক্রমে ঊর্দ্ধগামী হও।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, মনুষ্যের প্রকৃতিনিহিত চৈতন্যশক্তি যে জাতীয় পদার্থ, এই বহিঃস্থ-বিশ্বব্যাপিনী চৈতন্যশক্তিও, জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপে, সেই জাতীয় পদার্থ। জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্পেন্সার, এই হেতুই, এ সম্পর্কে, স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন যে, জগন্ময়ী অনাদ্যা শক্তি, মনোবুদ্ধির অগম্যা হইলেও, হৃদয়, মন ও বুদ্ধি বৃত্তির প্রস্রবণ-স্বরূপা।

---

* ফ্রেডারিক হেন্‌রী আলেগ্‌জেণ্ডার ব্যারণ ভন্ হুম্বোল্ড্ (Frederic Henry Alexander Baron Von Humboldt, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বেদব্যাস। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্ত্বপ্রসঙ্গে কত বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। তিনি জাতিতে জর্ম্মণ,—বর্লিন নগরে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মলাভ করিয়া নব্বই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

সংসার যখন অজ্ঞান ও অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন; তখনকার প্রাথমিক মনুষ্য সেই শক্তিরই অন্বেষণ করিয়াছে; এবং মনুষ্য, এখনকার জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে দাঁড়াইয়াও, তাঁহারই অন্বেষণ করিতেছে। সেই যুগ-যুগান্তর-ব্যাপি অন্বেষণের ইহাই সার-সিদ্ধান্ত যে, যে শক্তি বহিঃস্থ জড়-জগতের সমস্ত দৃশ্যে সতত প্রকাশিত, সেই শক্তিই আমাদিগের অন্তঃস্থ জগতে,—আমাদিগের অন্তরাত্মায়—চৈতন্যরূপে উচ্ছলিত। *—ইহার এই তাৎপর্য্য, যে, মনুষ্যের আত্মা সেই অচিন্তনীয় পরমাত্মারই ক্ষুদ্রতম প্রতিকৃতি। সুতরাং যেমন প্রস্ফুট কুসুমে তাঁহারই হাসি,—পর্ব্বতের কঠিন-দেহে তাঁহারই সামর্থ্য, সরোবরের স্বচ্ছ-শান্ত সুরম্য সলিলে অথবা সমুদ্রের তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল বক্ষে, তাঁহারই বিভিন্ন শোভা, সেইরূপ

* "The final outcome of that speculation commenced by the primitive man is that the Power manifested throughout the universe, distinguished as material, is the same Power which in ourselves wells up under the form of consciousness" (Religion: A Retrospect and Prospect.)

মনুষ্যের বুদ্ধি, জ্ঞান ও চিন্তার প্রবাহেও তাঁহারই ক্রীড়া ও তাঁহারই বিলাস।

ভারত-ভিখারী শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা;"—আজি শঙ্করের সে কথার পুনরুক্তি করিয়া, স্পেন্সার কহিতেছেন যে, জগতের যেখানে যাহা কিছু সত্তা,—অর্থাৎ অস্তিত্ব বিশিষ্ট-রূপে,—প্রতিভাত হইতেছে, সেই জগন্ময় শক্তিই তাহার পশ্চাদ্ভাগে পরম-সত্তারূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যেন সেই মহাশক্তি জড়জগতে মহানিদ্রায় অভিভূত, —জড় হইতে ঈষদুন্নত উদ্ভিদ্-জগতে অল্প জাগরিত; —জীব-জগতে কামনা-স্ফুরণে ক্রিয়ান্বিত,—এবং জীব-জন্তুর উপরিস্থিত আশান্বিত ও উৎসাহ-ফুল্ল মানব-জগতে, চৈতন্য-স্ফূর্ত্তিতে চিন্তারত।

ইহা বলা অনাবশ্যক যে, যিনি স্পেন্সরের বিজ্ঞান-পরীক্ষিত বিশুদ্ধ জ্ঞানে, চৈতন্যের মূল-শক্তিরূপিণী অনাদ্যা, এবং শঙ্করের আত্মায় জগন্ময় ব্রহ্ম, তিনিই ভক্তের প্রাণে জগন্মাতা ব্রহ্মময়ী,—প্রাণারাধ্যা মা। কারণ, এই সংসারে কোটি, কোটি, অসংখ্য অর্ব্বুদ-কোটি মায়ের প্রাণে অহোরাত্র যে অমৃতময় স্নেহের স্রোত অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, তিনিই তাহার

অক্ষয়-প্রস্রবণ। পর্ব্বত-নির্ঝরে জল না থাকিলে, নদীর খাতে জল থাকে না। সেই আদি অথবা অনাদি প্রস্রবণেও অমেয় স্নেহরাশি না থাকিলে, মায়ের প্রাণে স্নেহ থাকিতে পারে না।

বস্তুতঃ, এ সংসারের কোনরূপ সৌন্দর্য্য অথবা কোনপ্রকার সম্পদের সহিতই মাতৃস্নেহরূপ অমিয়-সুন্দর অতুল সম্পদের তুলনা হয় না। কবি ও ভাবুকেরা, সাধারণতঃ, বহির্জ্জগতের বিলাস-বিলোল রূপলীলা কিংবা বিস্ময়জনক দৃশ্যবৈচিত্র্য লইয়াই ব্যাপৃত রহেন। নবমীর চন্দ্রকলা, মেঘের ছায়ায় আবৃত রহিয়া, সৌন্দর্য্যের সে আধোঢাকা অপূর্ব্ব ক্রীড়ায় নয়নে কিরূপ আনন্দ জন্মায়;—কুলু-কুলু-কল-মৃদু-নাদিনী মন্থর-গামিনী তরঙ্গিণীর মৃদুসমীর-সন্দোলিত তরঙ্গমালা, চাঁদের জ্যোৎস্না গায়ে মাখিয়া, গভীর রাত্রিতে কতই আনন্দ করে;—ভ্রমর-ঝঙ্কার-মুখরা পুষ্পভরাবনম্রা 'বন-শোভিনী,' বৃক্ষের গায়ে অল্প অল্প ঢলিয়া পড়িয়া, কিরূপ সুন্দর দেখায়; অথবা লতা-পাদপ-শোভা-বঞ্চিত সমুদ্রসন্নিহিত সমুদ্ধত-শৈল-তনু, সমুদ্রের উন্মাদগ্রস্ত অট্টহাস্যময় ঊর্ম্মিমালায় অহোরাত্র আহত ও প্রহত হইয়াও, সামর্থ্যের কি-

রূপ অচিন্তনীয় প্রভাবে অটল-দণ্ডায়মান রহে, রূপের এ সকল রমণীয়-বিভ্রম কিংবা বিস্ময়াবহ চিত্রই তাঁহাদিগের চক্ষে বিশেষ বস্তু।

কিন্তু, যাঁহারা জ্ঞানের উচ্চতর গ্রামে আরূঢ় হইয়া, জগদ্বিবর্ত্তের সমস্ত অবস্থা চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন,—যাঁহারা জ্বলদগ্নি-পিণ্ডস্বরূপ প্রাথমিক পৃথিবীর ক্রম-পরিবর্ত্তের ইতিহাসে অনন্তরূপা মঙ্গল্য-শক্তির কর-লেখা পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এই নির্ম্মম-নিষ্ঠুর নিত্যবিধ্বংসি প্রাকৃতজগতে মাতৃত্বের বিকাশ অথবা মানব-হৃদয়ে মাতৃ-স্নেহের পুণ্যময় আবির্ভাবই প্রকৃতির পরম বৈভব। প্রীতি ও স্নেহের সকল অবস্থাতেই স্বসুখ-স্বার্থের কোন না কোন সম্পর্ক থাকে। কিন্তু মাতৃস্নেহের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই আত্মক্ষতি, আত্মত্যাগ ও আত্মদান। মা যে দিন, এই পৃথিবীতে, পূতিগন্ধি ক্লেদ-রাশির মধ্যে, আপনি অতি কষ্টক্লেশে অবস্থান করিয়াও, প্রসূত শিশুকে বক্ষঃস্থলে রক্ষণের দ্বারা, নিঃস্বার্থ-পবিত্র নির্ম্মল-স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রথম দেখাইয়াছিলেন,—যে দিন প্রীতিস্নেহের পরমোৎকর্ষ-স্বরূপ মাতৃস্নেহ, পেটের ক্ষুধা, পাশব-সুখ-পিপাসা

ও প্রাণের ভয়কে পদ-তলে দলন করিয়া, এবং বজ্র-বিদ্যুন্ময় জড়জগৎ ও ব্যাঘ্রভল্লুক-সংকুল জীব-জগতের প্রতি ফিরিয়াও না চাহিয়া, পৃথিবীতে প্রথম ফুটিয়াছিল, বোধ হয় সে দিন ঊর্দ্ধধাম-নিবাসী দেবতাদিগের চক্ষেও ভক্তির আনন্দধারা বহিয়াছিল, এবং তাঁহাদিগের প্রীতি-গদ্গদ কণ্ঠ প্রকৃতির জয়-সঙ্গীত গাইয়া কৃতার্থবৎ হইয়াছিল। জগতের যে অক্ষয় শক্তিনির্ঝর হইতে সেই মাতৃস্নেহরূপ অমৃতধারা অজস্র ঝরিয়া পড়িতেছে,—যিনি একা একমাত্র মা হইয়াও, কীটাণুর বীজস্বরূপা কীট-প্রসূ অবধি লোকাভিরাম রামচন্দ্রের মাতা কৌশল্যা পর্য্যন্ত, অনন্ত-কোটি মাতৃরূপে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া মা বলিয়া ডাকিব কি না, সে বিষয়ে আর কাহাকে কি প্রশ্ন করিব ?

কিন্তু এখানে নব্যশিক্ষিত ও নব্যভাবকদিগের মধ্যে অনেকের মনে আর একপ্রকার কূটপ্রশ্ন উপস্থিত হইয়া হৃদয়ের আনন্দকে ক্ষণকালের তরে অন্ধকারে আচ্ছাদিত করিতে পারে। সে প্রশ্ন জগজ্জননীর 'জনত্ব,'—যাঁহাকে সর্ব্বস্বরূপা বলিয়া বুঝিয়াছি, তাঁহার সর্ব্বাতিরিক্ত 'ব্যক্তিত্ব'। আমরা

প্রত্যেকে নিজ নিজ জননী মাকে যেমন স্নেহমমতার আধারস্বরূপ এক নির্দ্দিষ্ট 'জন' কিংবা নির্দ্দিষ্ট 'ব্যক্তি' বলিয়া মনে করি ;—মা দেখিতেছেন, মা শুনিতেছেন,—মা সকল সময়েই আমার সুখ-দুঃখ এবং সুশীলতা ও দুর্ব্বৃত্ততার সংবাদ লইতেছেন, ইত্যাকার ব্যক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানে,—মাতৃভাব-চিন্তনে, আমরা যেরূপ শাসিত কিংবা পুলকিত থাকি, আমাদিগের সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বময়ী জগন্মাতায়ও কি সেইরূপ কিছু 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব' আছে ? তিনি কি শুধুই প্রীতিস্নেহ অথবা দয়া ও করুণার একটি অতল, অপার, অমেয় সমুদ্র, না সর্ব্বব্যাপিনী হইয়াও স্নেহচৈতন্যবিশিষ্ট নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ?

যাহাদিগের প্রাণটা শিশুর মত কোমল, অথচ ভক্তির আনন্দরসে সতত উচ্ছল, তাহাদিগের মনে কখনও এইপ্রকার প্রশ্নের অভ্যুদয় হয় না। তাহারা যখন ঊর্দ্ধনয়নে, অনন্ত শূন্যের পানে চাহিয়া, হৃদয়ের দুঃখজ্বালা জ্ঞাপন করে, তখন ঐ শূন্যকেই তাহারা স্নেহকরুণায় পরিপূর্ণ মনে করিয়া থাকে। তাহারা, বিনা উপদেশেও, আপনা হইতেই এতটুকু বোঝে যে, ঐ দিগন্তবিস্তারিত শূন্য শুধুই শূন্য নহে,

—যিনি ঐ শূন্যকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া পূর্ণস্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনি তাহাদিগের দুঃখের কথা জানিতেছেন, এবং প্রতিক্ষণেই সে দুঃখের প্রতিবিধান করিতেছেন।

কিন্তু যাঁহারা জগৎপ্রাণ-রূপিণী মহাশক্তিতে ভক্তি-মান্, অথচ ভক্তির সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানেই বিশেষরূপে যত্নবান্,—যাঁহাদিগের হৃদয়-নিহিত ভক্তি, সময়ে সময়ে অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হই-য়াও, জ্ঞানের নানারূপ কর্কশ-কঠোর প্রস্তর-ঘাতে গতিপথে বিঘ্নিত হয়, এবং যাঁহাদিগের জ্ঞান, "শ্রেয়ঃস্থতি ভক্তির" অমৃত-স্পর্শে বঞ্চিত হইয়া, অভিমানের সন্ধুক্ষণে, উচ্ছৃঙ্খল ভ্রমণেই অধিকতর প্রীতি লাভ করে, তাঁহাদিগের চিত্ত নিরন্তরই এই প্রশ্নের দ্বারা আলোড়িত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধিতে সর্ব্বদাই এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়,—যাঁহাকে বিশ্বব্যাপিনী শক্তি বলিয়া জানিলাম, তিনি কি শক্তিমাত্র পদার্থ, না শক্তির আশ্রয়রূপিণী কর্ম্মফলবিধায়িনী পরমা 'ব্যক্তি'?

প্রশ্ন স্বভাবতঃ কঠিন,—মানুষী ভাষার অপূর্ণতা হেতু আরও বেসী কঠিন। মানুষের ভাষা, 'হস্তা-

মলক'বং নিত্যস্পৃষ্ট বস্তু, অথবা নিত্যপ্রত্যক্ষ মনুষ্য-জগতের কোন ভাব ও কোন পদার্থকেই যখন শব্দের দ্বারা সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারে না, তখন উহা অপ্রত্যক্ষ ও অনন্তব্যাপিনী ব্রহ্মময়ী শক্তিকে কিরূপ শব্দে পরিব্যক্ত করিবে? * ইহার প্রমাণ—ঈশ্বরের স্বরূপ অথবা ঐশ্বরিক কার্য্য সম্বন্ধে মনুষ্য-ব্যবহৃত শব্দনিচয়ের সঙ্কুলার্থতা। মনুষ্য আপনি যাহা জানে না, তৎসম্পর্কে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে—"ঈশ্বর জানেন।" মনুষ্য যখন সবল-সম্বন্ধের নি-পীড়নে"ব্যথিত, অথবা সুহৃৎস্বজনের বিশ্বাস-ঘাতকতায় বিপন্ন হয়, তখন সে এই এক কথাই আর্ত্ত-নাদ-সহকারে পুনঃ পুনঃ বলে,—"ঈশ্বর দেখিতে-ছেন,—ঈশ্বর মঙ্গল বিধান করিবেন।"

কিন্তু ঈশ্বরকর্ত্তৃক দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞানার্জ্জন ও কর্ম্ম-সম্পাদন কি আমাদিগের দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞানার্জ্জন ও কর্ম্মসম্পাদনের মত? আমরা চক্ষের সাহায্য ভিন্ন দেখিতে পাই না, কর্ণের সাহায্য ভিন্ন কিছুই

* "Indeed, no word or phrase which we seek to apply to Deity can be other than an extremely inadequate and unsatisfactory symbol. From the

শুনি না; এবং আমাদিগের চক্ষুর দৃষ্টি ও কর্ণের শ্রুতি এত অসংখ্য সূক্ষ্মসূত্রিত প্রক্রিয়ায় জড়িত যে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হইলেও, আমরা কিছুই দেখি না, কিছুই শুনি না। অথচ, ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরাত্মিকা মহাশক্তি এ জগতের সমস্তই সর্ব্বদা সম্পূর্ণ ভাবে ও সমানরূপে দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন; এবং যাহা শত সহস্র বৎসর পরে ঘটিবে, তাহাও আজি তিনি সম্মুখস্থবৎ দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন। এইরূপ আবার জ্ঞানের কথা। আমাদিগের সামান্য জ্ঞান, স্মৃতি, ধৃতি, অনুমিতি ও উপমিতি প্রভৃতি নানাপ্রকার অবস্থা ও অবান্তর প্রক্রিয়ার অধীন; *

very nature of the case it must always be so, and if we once understand the reason why, it need not vex or puzzle us."—Through Nature to God.

* জ্ঞানের সহিত অনুমিতি ও উপমিতির কিরূপ সম্পর্ক আছে, তাহা পূজাস্পদ নৈয়ায়িকদিগের প্রসাদাৎ বঙ্গীয় ভদ্রলোকমাত্রই কতকটা অবগত আছেন। স্মৃতি প্রভৃতি মনোবৃত্তির সহিত জ্ঞানের অধিকতর নিকট সম্পর্ক। কারণ, পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান স্মৃতিতে সঞ্চিত ও ধৃতিতে পরিগৃহীত না থাকিলে, নূতন জ্ঞান উপার্জ্জিত হইতে পারে না; এবং সামান্য মাত্রায় উপার্জ্জিত হইলেও ক্রিয়ান্বিত হয় না।

ঈশ্বরের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, সর্ব্বময়, সম্পূর্ণ, এবং অনাদি কাল হইতে অবিচ্ছিন্ন ও এক-ভাবাপন্ন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিনই একবৎ, এবং তিনি জানিতেন—জানিতেছেন,—কিংবা জানিবেন প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াপদেরই এক অর্থ।

ঈশ্বর-স্বরূপা অথবা ঐশী শক্তি সম্বন্ধে দর্শন ও শ্রবণাদি শব্দ যেমন অপূর্ণ, 'জনত্ব' ও 'ব্যক্তিত্ব' শব্দও, ভাষার অপূর্ণতা-নিবন্ধনই, সেই প্রকার অপূর্ণ। আমরা সকলেই আপনাকে আপনি 'এক জন' বলিয়া জানি। এই জ্ঞান, কিবা শিশু, কিবা বৃদ্ধ, মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ। ইহার অল্প মাত্র ব্যত্যয় হইলেই মনুষ্য উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। যিনি পার্শ্বে বসিয়া আছেন, তাঁহাকেও আমরা, উক্তবিধ জ্ঞান অথবা সংস্কারের শাসনে, আর 'এক জন' বলিয়া মানি; এবং যাঁহার চক্ষের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছি,—যাঁহাকে এস বলিয়া হৃদয়ের সহিত আদর করিতেছি, অথবা যাও বলিয়া, অনাদরের ভাষায়, সান্নিধ্য হইতে দূর করিয়া দিতেছি, তাহাকেও তৃতীয় 'এক জন' বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কিন্তু, যিনি সমস্ত জগতের

জীবনশক্তিরূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত, তাঁহাকে এই ভাবে এবং শব্দের এইরূপ অর্থে কেমন করিয়া 'এক জন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিব? তাঁহার কখনও জন্ম হয় নাই, সুতরাং সে অর্থে তিনি 'জন' নহেন। তিনি সকল সময়েই, আমাদিগের অন্তরে ও বাহিরে, দক্ষিণে ও বামে,—পুরোভাগে ও পৃষ্ঠদেশে, আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত; এবং এস অথবা যাও এইরূপ "আবাহন ও বিসর্জ্জনের" অতীত। সুতরাং এ সকল লক্ষণেও, তাঁহাকে আর 'এক জন' বলিয়া বর্ণনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

পক্ষান্তরে, ঈশ্বর অথবা ঐশ্বরিক-শক্তিরূপিণী জগন্মাতা যদি 'এক জন' না হইলেন, তবে এ জগতে আর 'এক জন' আবার কে? আর আমিই বা কি? যদিও ইহা বুঝি যে, তাঁহাকে আমাদিগের মত আর 'এক জন' বলিলে, তাঁহার অনন্ত ভাব, অনন্ত বৈভব ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য অপরিব্যক্ত রহে, অথবা যার-পর-নাই সঙ্কুচিত হয়, তথাপি আমরা সকল সময়েই ত তাঁহাকে আমাদিগের সাকল্য হইতে একটুকু পৃথক্ —সর্ব্বপ্রকার আশা ও আকাঙ্ক্ষার আশ্রয় স্থান,— আমাদিগের জীবনের অবলম্ব,—'জনত্বের' মূল ভিত্তি

—আমাদিগের প্রাণের ধন ও প্রাণের 'জন' বলিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করি। ভাবের এইরূপ অপরিহার্য্য বিরোধ-স্থলে মানুষের দুর্ব্বল ও দরিদ্র ভাষা কিরূপ শব্দের দ্বারা তাঁহার 'জনত্ব' ব্যাখ্যা করিতে যত্ন পাইবে?

'জন' শব্দ যদি এই সকল কারণে, জগন্ময়ীর সম্পর্কে অযুক্ত ও অপ্রযুজ্য, তাহা হইলে, 'ব্যক্তি' শব্দ আরও অযুক্ত এবং অধিকতর অপ্রযুজ্য। কারণ, যিনি কখনও মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় এবং মনোবুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিকট স্বরূপতঃ ব্যক্ত হন নাই,—যাঁহাকে অত্যুচ্চতম জ্ঞানীরাও "অবাঙ্মনসোগোচরম্" বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহাতে 'ব্যক্তিত্ব' আরোপণ করিব কি প্রকারে? 'জন' শব্দে জন্য ও জনক উভয়কেই বুঝাইতে পারে, * কিন্তু ব্যক্তি শব্দে যখন ব্যক্ত ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না, তখন সেই অব্যক্তকে কিরূপে 'ব্যক্তি' বলিয়া বর্ণনা করিব?

বিশ্বকারণরূপা পরমা এক অর্থে এই বিশ্ব সংসারের সমস্ত বস্তুতেই সমানরূপে ব্যক্ত। আকাশের

* জনয়তীতি জনঃ, কর্ত্তরি অচ্।

শশিনক্ষত্র, অবনীর লতাবৃক্ষ, জীবদেহের অনন্তবিধ গঠন, এবং জীবনের ক্রম-বিকাশ, সমস্তই তাঁহার জ্ঞান ও তাঁহার প্রেমের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রন্থস্বরূপ। জগতের সৌন্দর্য্যে তাঁহার সৌন্দর্য্য, এবং জগন্নিহিত শক্তির সহস্রপ্রকার বৈচিত্র্যে তাঁহারই শক্তিমত্তা ব্যক্ত রহিয়াছে বটে। কিন্তু মানুষ গ্রন্থ লইয়াই ব্যাপৃত রহে, গ্রন্থকারের পরিচয় পায় কোথায়? সে জগদ্ব্যক্ত সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত এবং শক্তিসান্নিধ্যে বিস্মিত অথবা অভিভূত রহে; সুন্দর অথবা শক্তিস্বরূপার ধ্যান ও মননে সাহায্য পায় কৈ? সুতরাং, এইরূপ ব্যক্ত ভাব হইতে 'ব্যক্তিত্ব' পরিগ্রহ সহজ কথা নহে।

বাঙ্গালায় 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব' বলিলে যাহা বুঝায়, ইয়ুরোপীয় ভাষায় তাহার প্রতিরূপ শব্দ—'Personality',—পার্সন্যালিটি। * ইয়ুরোপের তা-

* মিনট স্যাভেজ (Minot Savage) প্রভৃতি অধুনাতন ভক্ত পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকের মতে Personality শব্দের মৌলিক অর্থ নাটকীয় পাত্রতা। যথা, স্যাভেজ্ প্রণীত Belief in God নামক পুস্তকে,——"Now, where does this word

ত্বিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ, ঐশী শক্তির সর্ব্বময় অস্তিত্বে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিয়া, এবং সে বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের প্রমাণ-সহকারে পরের হৃদয়ে সঞ্চারণ করিবার জন্যও বিশেষরূপে যত্নপর হইয়া, ঐ (Personality) পার্সন্যালিটি শব্দে অতি প্রবল আপত্তির ভাব পোষণ করেন। আপত্তি-

---

'personal' come from? It is derived from an old Latin word, which originally stood for the mask of an actor. In the old Greek and Roman theatres, an actor always wore a mask which represented the character he was to assume; and this mask was called persona, the personality that could be put on and taken off. Open Shakespere, and you will find at the head of the plays the words Dramatis Personae, persons of the drama. The word originated then here. It is the character or part which the actor assumes at a particular time or place, which first bore the name person." কিন্তু Monier Williams প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ শাব্দিকদিগের মতে Personality শব্দের অর্থ—Individuality—"ব্যক্তিত্ব,"—পৃথগাত্মিকা সত্তা ইত্যাদি। সুতরাং Person শব্দের অর্থ "A living self-conscious being" অর্থাৎ আত্মচৈতন্যবিশিষ্ট সজীব 'জন'।

কারিরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন—"God is a *Principle*, not a *Person*"—ঈশ্বর একটি শক্তিস্বরূপ,—তিনি কোন অংশেও নির্দ্দিষ্ট জন কিংবা ব্যক্তি-স্বরূপ নহেন।

উল্লিখিত (Principle) প্রিন্সিপ্‌ল্ শব্দে কি বুঝায়, তাহা বুঝিবার জন্য, বহুকাল হইতে, বহুপ্রকার গ্রন্থ-পত্রের সাহায্যে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছি;—শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝিবার জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও, বিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের * উপদেশ লইতে যত্নপর হইয়াছি।

* এই প্রসঙ্গে, এ দেশের পাশ্চাত্যতত্ত্বশিক্ষিত প্রধান ব্যক্তি-দিগের মধ্যে, পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত লেখকের বিস্তর আলাপ হইয়াছিল। মিত্র মহোদয়, বহু কথার পর, উপসংহার সময়ে বলিলেন,—"ভাই, Principle শব্দ, ঈশ্বর সম্বন্ধে, কি অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা আমি বুঝি না। মনুষ্য আগে গড়ায় তাহার (Logic) লজিক—তাহার মনঃপ্রিয় টোপা; তার পর চেষ্টা করে, এই অনন্তবিশ্বের অধিপতিকে সেই মনগড়া টোপায় ভরিতে। তাহার সে চেষ্টা সার্থক হইবে কেন?" প্রথিতনামা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"যাঁহাকে ভক্তি-মান্ শাক্তেরা মা বলিয়া ডাকিতে ভালবাসে, বৈজ্ঞানিকেরা Eternal Energy এবং অন্যেরা জগদীশ্বর নামে নির্দ্দেশ করে,

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন প্রকারেই কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। ইংরেজি আভিধানিকদিগের ব্যাখ্যা অনুসারে, প্রিন্সিপ্‌ল্ বলিলে, কখনও বুঝায় শক্তি, কখনও বুঝায় সত্য,—কখনও বুঝায় নিয়ম, এবং কখনও বুঝায় অনুল্লঙ্ঘনীয়-নিয়ম-শৃঙ্খলিত অখিল বস্তু-জগতের উপাদান-পদার্থ। তবে, এই এক কথা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রিন্সিপ্‌ল্ শব্দ * কোন-রূপেও জনত্ব কিংবা ব্যক্তিত্ব অর্থের দ্যোতক নহে; —মনুষ্য মনে যাঁহাকে চিন্তা করিয়া, কিংবা চিত্ত-

---

তিনি কোন অর্থেও প্রিন্‌সিপাল শব্দের প্রতিপাদ্য নহেন,—তিনি পার্‌সন্যালিটীর অতীত হইলেও ইচ্ছাময়।" বঙ্গদেশের এই দুই বিখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তির উল্লিখিত স্মরণীয় বাক্য সাহিত্যে গ্রথিত থাকা বাঞ্ছনীয়; তাই এই নোটটি এখানে গ্রন্থবদ্ধ হইল।

* ওয়েবেষ্টার ও অগিল্‌ভি প্রভৃতি সকলের অভিধানেই principle শব্দের এক অর্থ, এবং সে অর্থ 'জনত্ব' ও 'ব্যক্তি-ত্বে'র বিরুদ্ধ। যথা,—

(1) Fundamental substance or energy.
(2) An original faculty.
(3) A comprehensive Law.
(4) A settled rule of action.
(5) Any original inherent constituent which characterises a substance.

চক্ষে যাঁহার দিকে 'যেন চাহিয়া' কথা কহিতে পারে, এমন 'কেহ' নহে। ইহা বলা অনাবশ্যক যে, সংসারে এই প্রকার প্রিন্সিপ্‌ল্, সংখ্যার অতীত না হইলেও, সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ। জল, অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ অথবা উহাদিগের নিদান-ভূত অম্লজান ও জল-জান প্রভৃতি সূক্ষ্মতর পদার্থসমূহের প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক্ পৃথক্ প্রিন্সিপ্‌ল্। মাধ্যাকর্ষণের বিধি, এবং আলোকের গতি ও উত্তাপের সম্প্রসারণী বৃত্তি প্রভৃতি সমস্তই স্বতন্ত্র প্রিন্সিপ্‌ল্। প্রিন্সিপ্‌ল্ শব্দের এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া একটি সুপরিচিত তাত্ত্বিক নির্ভয়ে লিখিয়াছেন,—

*'জীবনের নিয়ম (Law of life) বলিলে কি বুঝিব? বুঝিব—উহাই সেই বিশ্বময় সজীবতা অথবা ক্রম-বৃদ্ধির বিধিসূত্র। উহার নাম—বৈজ্ঞানিকের ভাষায়,—আকর্ষণশক্তি,—এবং ভক্তের ভাষায়—ঈশ্বর।'

* "It is that principle of Universal vitality—that spirit of growth—which scientific men call the law of attraction, and religious people call "God."—H, Willmans.

আকর্ষণ-শক্তি ঐশী শক্তিরই এক মূর্ত্তি, ইহা আমরা জানি ; এবং যিনি মনুষ্যের চিত্তে জগদীশ্বর অথবা জগজ্জননীরূপে চিন্তিত হইয়া থাকেন, তিনিই যে জীবনের জীবন ও সর্ব্বপ্রকার আকর্ষণের আদি কারণ, ইহাও সহজেই বুদ্ধিগম্য হইতে পারে। কিন্তু তিনি স্বয়ং, স্বরূপতঃ, ঐ আকর্ষণ-শক্তি মাত্র, অথবা আকর্ষণ-শক্তি তাঁহারই আর এক নাম, এরূপ কথা বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য। যাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এই প্রকার অকারণ-জটিল অর্থশূন্য ভাষার আশ্রয় লঁন, তাঁহারা ঐশী শক্তিতে জ্ঞান, চৈতন্য ও প্রেম প্রভৃতি সকল গুণই স্বীকার করিতে প্রস্তুত ; কেবল ঐ পার্সন্যালিটি অর্থাৎ 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব' স্বীকার করিতেই একবারে অসম্মত। তাঁহাদিগের এই এক আশ্চর্য্য ধারণা যে, ঐশী শক্তিতে 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব' স্বীকার করিলে ;—অর্থাৎ ঈশ্বরকে জ্ঞান না বলিয়া জ্ঞানী,—চৈতন্য না বলিয়া চিন্ময়, এবং প্রেম মাত্র না বলিয়া প্রেমিক কিংবা প্রেমনিলয় বলিলে, তাঁহার বিশ্বসংসার-ব্যাপি ব্রহ্মত্ব একবারে বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু, উল্লিখিত লেখকদিগের এইরূপ কথা আমা-

য়িক ও হৃদয়বান্ ভক্তের প্রাণে কিরূপ অলাত-শল্য অথবা বজ্রখণ্ডের ন্যায় আপতিত ও অনুভূত হয়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। কারণ, ভক্তের জিজ্ঞাসা ও ভাষা উভয়ই অন্যরূপ। ভক্ত মাত্রই এই-রূপ বলিয়া থাকেন যে, যাঁহার 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব' নাই,—যিনি কোন অর্থেও আত্মচৈতন্যবিশিষ্ট 'এক-জন' নহেন, বুদ্ধি তাঁহাকে বুঝিবার জন্য নিরন্তর চিন্তা করিতে পারে,—কল্পনা তাঁহার ভাব পরিগ্র-হের জন্য, এ বিশালব্রহ্মাণ্ডের দিগ্‌দিগন্তরে বিহগীর ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতে পারে; এবং দর্শন ও কাব্য পৃথক্ ভাবে, অথবা মিলিত প্রাণে, নব্য দার্শনিক হাড্‌সন্ টাটল্ ও পুরাতন কবি শেলী প্রভৃতির অনু-করণে, * ভাষার বিবিধ লীলাবিলাসে তাঁহার সম্বন্ধে

* বঙ্গীয় পাঠকের নিকট শেলীর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। শেলী বায়রণের সহযোগী প্রসিদ্ধ কবি ও একান্তপ্রীতিভাজন সুহৃৎ ছিলেন। তাঁহার নিরীশ্বর ভক্তিপ্রবণতা প্রসঙ্গে ইংরেজী গ্রন্থপত্রে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। হাড্‌সন্ টাটল্ (Hudson Tuttle) আধুনিক লেখক। তিনি চরম-বার্দ্ধক্যের সন্নিহিত হইলেও, অদ্যাপি সুস্থশরীরে জীবিত আছেন; এবং এখনও নূতন সন্দর্ভাদি রচনা দ্বারা স্বদেশীয়দিগের প্রীতি জন্মাইতেছেন।

নানাবিধ বিচিত্র কথা কহিয়া, মনুষ্যের বিস্ময় জন্মাইতে পারে। কিন্তু হৃদয় তাঁহাকে কিরূপে ভালবাসিবে? হৃদয়ের অন্তঃসাররূপিণী ভক্তি কি প্রকারে তাঁহার নাম গাইতে গাইতে নয়নজলে ভাসিবে? আর, আত্মাই বা, তাঁহার মনন-চিন্তনে আকুল হইয়া, কোন্ ভাবের কীদৃক আকর্ষণে, আপনার অভ্যন্তর-স্থিত অগাধ অন্ধকূপ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিবে?

মানুষের শরীর যেমন জল না খাইলে রক্ষা পায় না; মানুষের হৃদয়, মন এবং প্রাণও, সেইরূপ, অনন্ত স্নেহকরুণার সজীব-বিগ্রহস্বরূপ এক বিশিষ্ট-নির্দ্দিষ্ট, অনুভূয়মান, অনন্তস্বরূপ 'জনের' করুণামৃত পান বিনা,

তিনি ঋষির ন্যায় নির্ম্মলচরিত্র ও লোক-হিতৈষী, অথচ চিরপুরাতন ভক্তিপথের নিদারুণ বিরোধী। ভক্তি ও ভক্তিজন্য নির্ভরের ভাব, তাঁহার মতে মানবজাতির উপযুক্ত বিকাশের মুখ্য অন্তরায়;—ভগবচ্ছক্তির নিকট প্রার্থনা, পাতক না হইলেও, ঘোরতর মূর্খতার পরিচায়ক। তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "Origin and Antiquity of Man,"—"Carreer of God-Idea in History" ভাষাসম্পদে বিচিত্র বস্তু, কিন্তু ভক্তের নিকট বিষ-লড্ডুকবৎ।

মুহূর্ত্তকাল শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই যে সংসারের সকল স্থানেই অহোরাত্র একটা হাহাকার-ভাব, সুখী ও দুঃখী, সমৃদ্ধ ও ঋদ্ধিহীন, সাধু ও অ-সাধু, এবং বিলাসী ও সন্ন্যাসী, সকলকেই অতৃপ্তির অঙ্কুশ-তাড়নে, কার যেন অন্বেষণে, উন্মাদিতবৎ ব্যাপৃত রাখিতেছে, ইহার কি কিছুই অর্থ নাই? তত্ত্ব-দর্শি জ্ঞানীর চক্ষে ইহার প্রকৃত অর্থ অতি গভীর। এ অঙ্কুশ-তাড়না মনুষ্যপ্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তিস্বরূপা ভক্তিরই অপ্রতিহত প্রবর্ত্তনা। তৃষ্ণা যেমন কহিতেছে,—"আমায় জল আনিয়া দাও, জল না পাইলে বাঁচি না;"—ক্ষুধা যেমন কহিতেছে,—"আমায় উপযুক্ত খাদ্য আনিয়া দাও, খাইবার কিছু না পাইলে বাঁচিব না;" ভক্তিও সেইরূপ, কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে উছলিয়া, পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সময়ে, নানা প্রকারে নিরন্তর কহিতেছে,—"আমায় ভক্তবৎসল অথবা ভক্তবৎসলার স্নেহময় সান্নিধ্যে লইয়া যাও, নহিলে প্রাণে রক্ষা পাইব না।" ভক্তির এই জ্বালাময়ী পিপাসা—এই প্রকৃতিসিদ্ধ পবিত্র লালসা, কি কখনও 'জনত্ব'শূন্য জগদ্ব্যাপি বিধি, —জাগতিক-নিয়ম—প্রাণশূন্য "Principle"—অথবা

নিয়ম-সূত্রের নীরস-চিন্তনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে ?

ভারতবর্ষের ইহা বিশেষ গৌরবের কথা যে, এ দেশের জ্ঞান-গুরু ঋষিমনীষী ও জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত ভক্ত উপাসকেরা কখনও জগন্মাতার 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব' সংক্রান্ত কুট-প্রশ্ন লইয়া কোন দিনও চিত্তে এই প্রকার বিক্ষিপ্ত হন নাই। তাঁহারা, জ্ঞানের আনন্দস্নিগ্ধ ঊষালোকেও এ কঠিন সমস্যার দুই কুল রক্ষা করিয়া,—দুই দিকের অতি সুন্দর সামঞ্জস্যে হৃদয়ে পর্ব্বতের মত দৃঢ় রহিয়া, দৃঢ়তার সহিত পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন যে,—"মা এক হইয়াও অনেক, নির্গুণা হইয়া সগুণা, নির্লিপ্তা হইয়াও ইচ্ছাময়ী ;—একই আধারে জগন্মাতা, জগৎপিতা,—'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্বের' অতীতা,—অথচ সর্ব্বজনে জননী ও সকল গুণের আশ্রয়রূপিণী-ভাবে নিত্যসংস্থিতা !" মায়ের এই সগুণ ও নির্গুণ উভয়-বিধ ভাবের কথা অতি পুরাতন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কিরূপ সরল ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে সকলেই প্রীত হইবেন। উপনিষৎ-প্রবক্তা অন্তর্দ্দর্শী আচার্য্য, যেন আধুনিক কালের

সমস্ত কূটপ্রশ্ন চিত্তে আলোচনা করিয়া, প্রত্যুত্তরে কহিতেছেন ;—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষুঃ গূঢ় ;
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ,
সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি।

ভগবদ্গীতায়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে—উপদেশচ্ছলে, যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতেও উভয়দিকের কথারই অতি আশ্চর্য্য সমন্বয়,—

"সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎসর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।"
"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।"
"বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।"

তিনি এক—দিব্যজ্যোতির্ম্ময় জন, এবং সর্ব্বভূতে অতি গূঢ়রূপে অবস্থিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা—সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অধিনায়ক, এবং সকল জীবের আশ্রয়স্থান। তিনি কর্ম্মের সাক্ষী ও চৈতন্যময়; তাঁহার দ্বিতীয় নাই,—তিনি নির্গুণ।

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।"
পুনশ্চ,—
"পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।‡
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেবচ।"

---

* সকল স্থানেই তাঁহার হস্ত পদ, সকল স্থানেই তাঁহার মুখ ও চক্ষু, এবং সকল স্থানেই তাঁহার কর্ণ। তিনি এই ভাবে জগতের সকল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, অথচ তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সর্ব্ববিধ গুণকেই আভাসিত করেন। তাঁহার কিছুতেই সঙ্গ নাই, এবং কোনরূপ সঙ্গীও নাই। অথচ তিনি বিশ্বম্ভরভাবে সকলের আধারভূত। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে সতত বিদ্যমান, স্বয়ং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত-স্বরূপ, অথচ সূক্ষ্মত্ব হেতু জ্ঞানের অগম্য, এবং নিকটস্থ হইয়াও দূরস্থ। তিনি ভূতসমূহের কারণরূপে অভিন্ন, অথচ যেন ভিন্নরূপে অবস্থিত। তিনি 'ভূতভৃৎ' অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর ভর্ত্তা ও পরিপোষক। তিনিই আবার প্রলয়ে সমস্ত গ্রাস করেন, এবং সৃষ্টির সময়ে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হন। তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ, এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞান-গম্য; এবং সকলেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।

‡ তিনি এ জগতের পিতা, তিনি মাতা, তিনি বিধাতা, তিনি পিতামহ। তাঁহাকেই জানিতে হইবে এবং তাঁহার

"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।"*

এই কথা গুলিই, মার্কণ্ডেয় পুরাণে, অধিকতর প্রস্ফুটিত ও সম্প্রসারিত হইয়া, এমন একটি হৃদয়হারি ও ভাব-গম্ভীর স্তোত্রে পরিণত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ সময়ে, বুদ্ধি যেমন তত্ত্বজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ লাভে চমকিয়া উঠে; ভক্তি সেইরূপ পাষাণ-চক্ষু হইতেও দর-দর ধারা আকর্ষণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করে। যথা—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

সংস্পর্শেই সকলে পবিত্রতা লাভ করিবে। তিনি ওঁকার-প্রতিপাদ্য, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের আশ্রয়; তিনিই ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদের উপদিষ্ট আরাধ্য বস্তু। তিনি সকলের গতি, সর্ব্বজন-পালক, প্রভু ও কর্ম্মসাক্ষী। তাঁহার ক্রোড়ে সকলের নিবাস, তিনি শরণ্য, তিনি সুহৃদ্;—তাঁহা হইতেই সকলের উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি—তাঁহাতেই লয় ও নিধন, এবং তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অক্ষয় বীজ।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। *

ঋষিদিগের এইরূপ বর্ণনা যাঁহাদিগের নিকট উদ্দাম ও উচ্ছ্বসিত ভক্তির অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষিত হয়, তাঁহারা নব্যতাত্ত্বিকদিগের অন্যতম-

---

* যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনা বলিয়া অভিহিত,—যিনি সর্ব্বজনে বুদ্ধি, শক্তি, স্মৃতি, দয়া,—শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস-ভক্তি এবং শান্তি অর্থাৎ সমস্ত মনোবৃত্তির সামঞ্জস্যজনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দরূপে অবস্থিত, যিনি সকলের অন্তরতম আত্মায় মাতৃরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি।

গুরু, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ড্রেসারের লেখা পড়িয়া নিশ্চয়ই বিস্ময়-ভক্তিতে শিহরিয়া উঠিবেন। কারণ, ড্রেসার জগন্মাতার 'জনত্ব' ও জগন্ময়ত্ব এই উভয় সত্যের সামঞ্জস্য-বিধান-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঋষিবাক্যেরই অনুবাদের মত। যে তত্ত্ব মার্কণ্ডেয় পুরাণে, পৌরাণিক লেখার চিরপরিচিত ও শিশুহৃদয়-সমুচিত সুখ-বোধ্য প্রণালীতে, পুরাতনী কথায় ব্যক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতবর ড্রেসার তাহাই আধুনিক প্রণালীর জ্ঞানগাম্ভীর্য্যে কহিতেছেন। যথা,—

"আমাদিগের প্রত্যেকের যে 'জনত্ব' আছে, ঈশ্বরই সেই জনত্বের 'ব্যাপক-জন', অথবা 'দেবাত্ম-জন'। সুতরাং, তিনি মনোনিহিত চিন্তা, কিংবা চিন্তা যাহা আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইতেও আমাদিগের অধিকতর সন্নিহিত। আমাদিগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এই নিমিত্তই চিরকাল অতি-মাত্র অন্তর্ঘনিষ্ঠ রহিবে। কেন না, তাঁহার সহিত আমাদিগের পার্থক্য, প্রভেদ কিংবা দূরতা ঘটাইতে পারে, এমন কোন শক্তি নাই,—এমন কোন পদার্থ নাই,—এমন কোনরূপ ব্যবধানও চিন্তিত হইতে

পারে না। আমরা এই হেতু, কোন অর্থেই, তাঁহা হইতে পৃথক্ নহি।" *

ড্রেসারের কথা মধুর ও হৃদয়হারি। উহার প্রত্যেক অক্ষর পাঠেই তত্ত্বপিপাসুর মন ও প্রাণ শীতল হয়; আত্মা কেমন এক প্রকার নির্ভয়-নির্ভরের ভাবে অনির্ব্বচনীয় শান্তি লাভ করে। কিন্তু বিখ্যাতনামা ভিক্টর কূসে (Victor Cousin) এতৎ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত জগদীশ্বরের ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ, এবং সুতরাং ঈশ্বরের সর্ব্বময়তা ও সর্ব্বাতীত 'জনত্ব' আর এক প্রকারে অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা এখানে কূসের কথার ভাবার্থমাত্র সঙ্কলনে যত্নপর হইব। কূসে, তাঁহার স্বাভাবিক উদ্দীপনার তরল

---

* God is our larger, our Diviner self, nearer to us than thought, closer than thought can imagine. His relation to us must ever be intimate, since there is no power, no substance, no space, to separate us. Therefore we are not, in any sense, apart from Him. We exist with Him in a relationship typified by that of a child in its mother's arms.——Horatio. W. Dresser of America.

তরঙ্গে, বিশ্ববৈভব বর্ণনা করিয়া,—বিশ্বের শোভা-সম্পদ চিন্তার সহিত উহার অসীমতার প্রতি চিত্ত স্থির রাখিয়া, পরিশেষে কহিতেছেন,—

"এই বিশাল বিশ্ব ঈশ্বরের স্বরূপ অথবা ঐশী শক্তির সমস্ত ঐশ্বর্য্য শুষিয়া শেষ করিতে পারে না। ঈশ্বরের অনেক গুণ বহির্জ্জগতে অতি দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, অথচ সে সকল গুণ মনুষ্য-প্রকৃতিতে আভাসিত হইয়াছে। * ঈশ্বর একই আধারে বস্তু ও বস্তুর কারণ, সত্তার উর্দ্ধতম ও অধস্তন উভয় সোপানে সমান অবস্থিত,—অর্থাৎ একই সময়ে অনন্ত ও সান্ত, এবং আপনাতে আপনি ত্রিবিধ-স্বরূপান্বিত। সুতরাং তিনিই ঈশ্বর, তিনিই পরমা প্রকৃতি, এবং তিনিই সমষ্টিরূপা মানবজাতি। যদি জগতের সমষ্টিকে ঈশ্বর বল, তাহা হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বুঝিলে না,—ঈশ্বর মানিলে না। কারণ, এই বহিঃস্থ জগৎ যত বড় হউক না কেন, উহার সীমা আছে, ঈশ্বরের সীমা নাই। জগৎ সসীম, ঈশ্বর অসীম—অনন্ত; এবং আপনার অক্ষয্য অনন্ত বৈভব হইতে আরও অসংখ্য জগৎ, অসংখ্য জীব এবং অসংখ্য প্রকার নূতন বিকাশ উৎপাদন করিবার

* যথা, ঈশ্বরের করুণা,—ঈশ্বরের প্রেম ও পরার্থপরতা।

উপযুক্ত সামর্থ্যে সমর্থ। তিনি এই ভাবে অদৃশ্য অথচ সাক্ষাৎসন্নিহিত,—জগদবস্থিত অথচ জগদ্বহির্ভূত,—নিরন্তর প্রকাশমান অথচ অপ্রকাশিত,—ক্রিয়ান্বিত ও ব্যক্তস্বরূপ, অথচ অব্যক্ত।*

ভিক্টর কুসের উপরিধৃত সমস্ত কথাই উপনিষদের অন্তর্গূঢ় তত্ত্ব, এবং ভগবদ্গীতা ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের

"The Universe itself is so far from exhausting God, that many of the attributes of God are there covered with an obscurity almost impenetrable, and are discovered only in the soul of man.—God is at once Substance and Cause, at the summit of being, and at its humblest degree, infinite and finite together, triple, in fine; that is, at once God, Nature, and humanity. To say that the world is God, is to admit only the world, and to deny God. However immense it may be, this world is finite, compared to God, who is infinite; and from his inexhaustible infinitude He is able to draw, without limit, new worlds, new beings, new manifestations. Invisible and present, revealed and withdrawn in himself in the world and out of the world, communicating himself without cessation, and remaining incommunicable, He is at once the living God and the God concealed."—Victor Cousin.

ভাবানুসারিণী নয় কি? কিন্তু ভিক্টর কুসে, বড় পণ্ডিত হইয়াও, দুর্ভাগ্য বশতঃ দেশের আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজে আশানুরূপ সমাদৃত নহেন। অধুনাতন বৈজ্ঞানিকেরা যাঁহার কথা লইয়া বিশেষ আলোচনা করেন, এবং যাঁহার লেখনী-নিঃসৃত প্রত্যেক শব্দকে দেববাক্যের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন, সেই ধীর-প্রশান্ত প্রগাঢ়-বুদ্ধি হর্ব্বার্ট-স্পেন্সার, ধীরে ধীরে,—অর্দ্ধ শতাব্দীর অতি কঠোর চিন্তাশ্রম অথবা মানসিক তপস্যার পরে, এ প্রসঙ্গে যে শেষ সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছেন, তাহা ড্রেসারের মত কবিসমুচিত ও কুসের উদ্দীপনাময়ী ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়া না থাকিলেও, অর্থে অতি বিশদ ও গভীর, এবং সত্যের সারল্য, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, ও স্বতঃসিদ্ধ হৃদ্য-মহিমায় সর্ব্ববাদিসম্মত,—সর্ব্বজন-প্রিয়। স্পেন্সার, 'জনত্ব' ও 'জগন্ময়ত্ব' এই উভয় শব্দের মূল অর্থ সম্পর্কে অশেষপ্রকারে বিচার করিয়া বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—

> "The choice is between Personality and Something that may be Higher." *

---

* হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের আদিসূত্র অর্থাৎ—"First Principles" নামক গ্রন্থের শেষ সংস্করণ।

অর্থাৎ,—সে শক্তি জনত্ব-লক্ষণ বিশিষ্ট, না জনত্ব হইতে নিম্নতর-জাতীয়, এমন প্রশ্নের স্থান নাই। কেন না 'জন' অথবা 'এক জন' বলিলে যাহা বুঝায় জগতের আদ্যা শক্তি তাহার ঊর্দ্ধস্থিত ও উচ্চতর জাতীয়।

স্পেন্সারের কথার অনুবাদ-প্রযত্ন সফল হয় নাই। তাঁহার এই সারগ্রাহি গভীর সিদ্ধান্তের প্রকৃত অর্থ একটুকু সুস্থির বুদ্ধিতে পরিগ্রহ করিতে হইবে। তাঁহার এই অল্পাক্ষর-গ্রথিত সূত্রবৎ কথার যথার্থ মর্ম্ম,—তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে হইলে, এখানে পুনরুক্ত-পর্য্যালোচনার ভয় না করিয়াও, তদীয় পূর্ব্বোদ্ধৃত একটি বাক্য উল্লিখিত কথার সহিত পুনরায় মিলাইয়া পড়িতে হইবে। তিনি স্থানান্তরে কহিয়াছেন,——

"The final outcome of that speculation commenced by the primitive man is that the Power manifested throughout the universe, distinguished as material, is the same Power which in ourselves wells up under the form of consciousness." (Religion: A Retrospect and Prospect.)

এই একটি বাক্য অবলম্বনে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ

লিখিত হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য,—সূক্ষ্মসার তত্ত্বসূত্রের মত, কত দিকে সম্প্রসারিত হয়,—ধর্ম্ম তত্ত্ব-বিজ্ঞানের কত কথাই ইহার মধ্যে আপনা হইতে আসিয়া ঠাঁই লয়, এবং মীমাংসার সহায়তা করে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের অতি সহজেই উপলব্ধি হইবে। সেই বিখ্যাত পৌরাণিক শক্তিস্তোত্র—তুমিই বুদ্ধি, তুমিই শ্রদ্ধা,—তুমিই লজ্জা—তুমিই সহিষ্ণুতা,—তুমিই সুখ, তুমিই স্মৃতি,—হৃদয়ে তুমি ভালবাসা,—আত্মায় তুমি ভক্তি, এই বাক্যেরই যুগান্তপূর্ব্বীয় তরল ভাষ্য। অবতারতত্ত্বের যত কিছু কথা আছে, তাহাও এই বাক্যের অন্তর্নিবিষ্ট। ইহার ভাবার্থ এই,—

সেই যে আদিম সময়ের অসভ্য মনুষ্য কল্পনার প্রবর্ত্তনায় অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই চিরপ্রবৃত্ত ক্রমিক অনুসন্ধানের চরম সিদ্ধান্ত এই,—যিনি জড়জগতের সূক্ষ্ম ও স্থূল সমস্ত পদার্থে শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত ও পরিস্ফুট, তিনিই মনোজগতে,—মনুষ্যের চেতনাময় মনোবৃত্তিনিচয়ে চৈতন্যের অনন্তপ্রকার ভাব ও মূর্ত্তিতে উচ্ছ্বসিত। অর্থাৎ,—গিরি-দরী-নির্ঝর, নক্ষত্রশোভা, অভ্র-বিদ্যুদ্-ভূকম্পসঞ্চার, ও

সমুদ্রের ভূতল-প্লাবি জলোচ্ছ্বাস যেমন তাঁহার এক-বিধ শক্তির প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি, মনুষ্যহৃদয়ের দয়া, স্নেহ, পরার্থপরতা, এবং প্রীতি ও ভক্তি প্রভৃতি জগৎ-প্রীণনী ও জগৎপাবনী বৃত্তির লোকমঙ্গল্য ক্রিয়াও তাঁহারই অন্যবিধ শক্তির নিত্যপ্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি। ইহার দৃষ্টান্ত গণনাতীত।

তুষার-রাশিমণ্ডিত ধবলগিরির বিরাট্ বিগ্রহ, মাথার উপর মুষল-ধারা বৃষ্টির ও ঘূর্ণড-ঝটিকার ভয়ঙ্কর বিলোড়ন সহিয়া লইয়াও আপনার প্রভাবে আপনি সুস্থির রহিয়াছে, ইহা যেমন বিশ্বময়ী মহা-শক্তির এক প্রকার ছবি ; সত্ত্বদার সজ্জনের নিঃশঙ্ক-প্রশান্ত নির্ম্মল হৃদয়, সাংসারিক দুঃখযন্ত্রণার তুষার-বৃষ্টিতে ক্লেশিত এবং দুর্ব্বৃত্ত-মূর্খের অত্যাচার-ঝটিকায় নিরন্তর নিপীড়িত হইয়াও, আপনার ক্ষমা-স্নেহময় উন্নতভাবে আপনি অক্ষুণ্ণ রহিতেছে, ইহাও তাঁহার আর এক প্রকার ছবি। বন-ভূমির মহামহীরুহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে চিন্তা করিতে পার। একই তরু, অথচ অসংখ্য জীবের আশ্রয়। উহার পত্রে পত্রে কীট-পতঙ্গের কুটীর ও প্রা-সাদ,—কোটরে কোটরে ও অধঃস্থ বিবরে অজ-

গর প্রভৃতি নিদ্রিত সর্প এবং বৃক-ভল্লুক প্রভৃতি জাগরিত জন্তুর নিঃশ্বাস ও নির্হ্রাদ।* ময়ূরেরা, ব্যাঘ্রভয়ে, শাখায় বসিয়া কেকারব করিতেছে। ময়ূর-কণ্ঠভীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্প দূরে যাইতে শঙ্কিত, অথচ নিজ নিজ বিবরেও নির্ভয়ে তিষ্ঠিতে অসমর্থ হইয়া, অল্প স্থানের মধ্যে অস্থিরভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।§ অপিচ সর্পশ্বাপদের সান্নিধ্য সত্ত্বেও শত শত বন-বিহঙ্গ, ঊর্দ্ধতন শাখা-প্রশাখায় প্রফুল্লহৃদয়ে উপবিষ্ট রহিয়া, প্রভাত ও সায়ংকালে, কখনও বা চন্দ্রালোক-সমুদ্ভাসিত সুরম্য নিশীথে প্রকৃতির আরতি গাইতেছে। আর সে আশ্রয়-মহীরুহ? উহা যেমন ছিল, তেমনই আছে, এবং অহি-নকুল ও বাজ-কপোতকেও একই বক্ষে পালন করিয়া বিশ্বেশ্বরীর অচিন্তনীয় স্বভাবের একটু আভা দেখাইতেছে। এইরূপ আবার সংসার-কাননের মহামহীরুহস্বরূপ মহাপুরুষ অথবা মহাশয়-লোকপাল-নিচয়। তাঁহাদিগের

---

* "নিষ্কূজাস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ,
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরঘোষভুজগ-শ্বাস-প্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।"

§ "এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈঃ
উদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ।"

লোকোত্তর চারিত্রগৌরবের প্রতি চিত্তনিবেশ করিয়াও বিশ্বাত্মিকার ধ্যানে আর এক গ্রাম উপরে উঠিতে পার। তাদৃক্ এক এক অসাধারণ আশ্রয়-পুরুষকে অবলম্বন করিয়া যন ও যুডাস, সরল ও কুটিল, কোমল ও কঠোর, দীন-হৃদয় ভক্ত ও দৈত্য-বৎ দৃপ্ত ব্যক্তিরা, এক সঙ্গে ফুটিতেছে, —এক সময়ে বাড়িতেছে, এবং একই ছায়ায় অবস্থিত রহিয়া নিজ নিজ স্বভাবের অনুসরণ করিতেছে। অথচ, সে সর্ব্বাভিভাবক—স্বপর-নির্ব্বিশেষে সহস্র-প্রাণ-পোষক মহাপুরুষ অথবা মহাশয় ব্যক্তিরা, ঐপ্রকার বিরুদ্ধ বস্তুনিচয় হৃদয়ে ধারণ করিয়াও যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন, এবং আপনার উচ্চতর বিকাশে বিশ্বজীবন-রূপিণীর আর এক উচ্চতর-স্তর-স্থিত ভাব ও বৈভব প্রদর্শন করিতেছেন।

বস্তুতঃ, স্পেন্সারের মতে, খনিজ-ধাতব-পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যুচ্চ মানসিক-শক্তিসম্পন্ন মনুষ্য পর্য্যন্ত, দৃশ্য জগতের সমস্ত পদার্থই অনাত্মা পরমার আবির্ভাব অথবা বিকাশের এক একটি পৃথক্ স্তর। কিন্তু এই স্তরে স্তরে, মৌলিক সম্পর্কে, কিছু-মাত্র পার্থক্য না থাকিলেও, বাহিরে বড় পার্থক্য।

যথা, ধাতব-পদার্থে যেমন জীবনী শক্তির বিকাশ আছে, উদ্ভিদেরও সেইরূপ জীবন আছে। কিন্তু উদ্ভিদের জীবন অধিকতর উচ্চ, এবং পশুপক্ষীর সজীবতা তাহা হইতেও উচ্চতর। এইরূপ আবার পশুপক্ষীর চৈতন্য আছে, মনুষ্যেরও চৈতন্য আছে। কিন্তু মনুষ্যের চৈতন্য 'জনত্ব'-ধর্ম্মান্বিত এবং সুতরাং শ্রেষ্ঠতর; * এবং যিনি ধাতব, ঔদ্ভিদ, জান্তব ও মানব প্রভৃতি সর্ব্ববিধ জীবনকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া, জগন্ময়-জীবন-লীলায় বিলসিত রহিয়াছেন, তাঁহারও জনত্ব অথবা ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু তাঁহার সে পরম জনত্ব ও পরম ব্যক্তিত্ব মানবজাতির প্রতি-জন-নিষ্ঠ 'জনত্ব' ও 'ব্যক্তিত্ব' হইতে উচ্চতর—জ্ঞানের অগম্য ও জগদ্ব্যাপি। সুতরাং জগন্ময়ী অনন্তা, 'এক

(ক) শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম শব্দে অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু এ আপত্তি পুরাতন প্রয়োগ ও প্রধান বৈয়াকরণদিগের ব্যবস্থা অনুসারে অসঙ্গত। যথা পাণিনীয় (৫।৩।৫৫) সূত্রের ব্যাখ্যাবিবৃতিতে কাশিকায়,—"যদাতু প্রকর্ষবতাং পুনঃ-প্রকর্ষো বিবক্ষ্যতে, তদাতিশায়িকান্তাদপরঃ প্রত্যয়ো ভবত্যেব। দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। যুধিষ্ঠিরঃ শ্রেষ্ঠতমঃ কুরূণাম্।"

জন' হইয়াও, অনন্তকোটি জনের পৃথক্ পৃথক্ জনত্ব-রূপ বিচিত্র ভাবের পৃষ্ঠদেশে "পরাৎপর-জন" অথবা পরমাশ্রয়রূপে প্রতিষ্ঠিত; এবং—যেন জন না হইয়াও—অসংখ্য প্রকার 'জনত্বে' বিকশিত।

স্পেন্সারের এই বিজ্ঞান-সম্মত বিখ্যাত সিদ্ধান্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তিস্তম্ভ অথবা দার্শনিক-চিন্তার অন্ধকার-সমুদ্রে তরীচালনার জন্য উজ্জ্বলতম আ-লোক-স্তম্ভ-স্বরূপ। যাঁহারা প্রকৃতির প্রাণাত্মিকা বিশ্ব-ব্যাপিনী মহাশক্তিতে জনত্ব কিংবা ব্যক্তিত্বের ভাব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়া, তাঁহাকে (Something sub-human) মনুষ্যের মনঃশক্তি হইতে নিম্নতর পদার্থ অর্থাৎ আলোক ও বিদ্যুৎ প্রভৃতির সমান-জাতীয় বস্তুরূপে বর্ণনার দ্বারা ভক্তিধর্ম্মের মূল পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে ছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের মত ও মোহময় সংস্কারের উপর কুঠারের ন্যায় আঘাত করিয়াছে; এবং যাহারা নিজ নিজ আত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতির অবলম্ব না পাইয়া অন্যদীয় আশ্রয়ের জন্য আকুল হয়, ইহা তাহাদিগের চিত্তের সকল সংশয় ছেদন করিয়া ভয়-ব্যাকুলা ভক্তিকে পর্ব্বতের অচলা ভিত্তির উপর তুলিয়া রাখিয়াছে। এই সিদ্ধান্তের সারোদ্ধার

এই যে, মা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল অর্থে এক জন হইয়াও, ঠিক্ আমাদিগের মত এক জন নহেন। আমাদিগের মত এক জন হইতে যে প্রকারের এবং যতটুকু চৈতন্যশক্তির প্রয়োজন, তাহা ত তাঁহাতে নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত আছে;* কিন্তু, সে শক্তি প্রকারে ও পরিমাণে এত বেশী যে, তিনি এক হইয়াও অনন্ত,—অনন্ত হইয়াও এক,—প্রতি জন হইতে অপৃথক্ হইয়াও পৃথক্,—পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বময়।

স্পেন্সারের এই বাক্যের সহিত ঋষিদিগের সেই,

---

* পাঠক এ স্থলে ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম তত্ত্বাচার্য্য, পৃথ্বীপূজ্য যোগী,—মহামতি (Francis. W. Newman) ফ্রান্সিস্ নিউমানের পাঁচটি প্রসিদ্ধ পংক্তি পাঠ করিলে, প্রাণে বিশ্বাস ও ভক্তির অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি লাভ করিবেন।——

I. "Not blind, but intelligent, is that Omnipresent Law
And that Power, which we discern to animate the universe.
Also, by Definition, we entitle this Power God.

II. The God, upon whose energy the human spirit depends,
Must have all that spirit's faculties, and more beside."

—"সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বেশা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা"—এই মহা-বাক্যের কিরূপ আশ্চর্য্য একতা, তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠককে বুঝাইতে যাওয়া অনাবশ্যক। কারণ, ঐ 'সর্ব্বস্বরূপ' শব্দে যদি ভক্তির পুতুল গৌরাঙ্গদেবের হৃদয়বিরুদ্ধ * Pantheism অর্থাৎ অভেদাদ্বৈতবাদ

অর্থাৎ—

১। অন্ধ নহে—সচেতন, সেই সর্ব্বব্যাপি বিধি,—
সেই শক্তি—বিশ্বে যাহা সঞ্চারে জীবন।
ঈশ্বর—এ নাম তাঁর—সংজ্ঞাপ্রয়োজনে।
২। মনুষ্যের যত কিছু অধ্যাত্ম সম্পদ্—
(বুদ্ধি প্রীতি বিবেকাদি)—তাঁহাতে সমস্ত
আছে নিত্য বিরাজিত,—আছে আরও বহু—
অতিরিক্ত—নহে যাহা জ্ঞানের গোচর।

* ভক্তিপ্রতিষ্ঠাতা—শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের উপাসনায় অধিকারকেই মানবজাতির সর্ব্বপ্রধান অধিকার বলিয়া জানিতেন, এবং ইহাই সর্ব্বদা শতপ্রকারে মনুষ্যকে শিখাইতেন। সে উপাসনা অথবা ভজনার চরমতত্ত্ব প্রেমভক্তি অর্থাৎ প্রাণের সহিত ভালবাসা। কিন্তু জীব যদি বিশ্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে ভক্তি ও ভালবাসার আর ক্রিয়া সম্ভবে কি প্রকারে? তিনি, এইহেতু, শঙ্করাচার্য্যের মতের উপর ঘোরতর বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া, রামানুজের 'অভেদভাবের ভেদ' অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতেন।

একটুকু অতিরিক্ত মাত্রায় দ্যোতিত হয়, তাহা হইলে 'সর্ব্বেশা' এই শব্দের দ্বারা ভক্তির উপযোগি ভেদ-জ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব পরিস্ফাররূপে পোষিত হয়। সুতরাং, এই সিদ্ধান্ত জ্ঞানীর জন্য বিশুদ্ধতম জ্ঞান, এবং ভক্তের জন্য অমৃতের অক্ষয় নির্ঝরস্বরূপ। ইহা যাঁহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত হইবে, তাঁহারা বিশ্বব্যাপিনী অনন্ত শক্তিকে জ্ঞানযোগে নিরন্তর চিন্তা করিতে পারিবেন; অথচ তাঁহাকে ভক্তের আকুল হৃদয়ে,—ভালবাসার অনন্ত আশায়,—অনন্ত ও অতৃপ্ত পিপাসায়, অহোরাত্র মা বলিয়া ডাকিয়া প্রাণে পরমা শান্তি লাভ করিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই নিখিল-জগতের মূলাধার-রূপিনী সর্ব্বব্যাপিনী মহাশক্তি, নয়নাদি বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূতা না হইলেও, নিত্য সত্য পরম বস্তু, এবং তিনিই আমাদিগের মা, এই এক কথাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রতিপাদ্য কথা। অপিচ, তিনি শুধুই আছেন, এমন নহে,—তিনি সকল সময়েই, আমাদিগের অন্তরে ও বাহিরে সমান বিদ্যমান রহিয়া, আমাদিগকে দেখিতেছেন ;—আমাদিগের কথা শুনিতেছেন,—আর মায়ের প্রাণে ভালবাসিয়া, মাতৃস্নেহের অক্লান্ত যত্নে আমাদিগকে ধীরে ধীরে বাড়াইতেছেন, এই এক কথাই এই পুস্তকে নানা প্রকারে বুঝাইতে যত্ন পাইয়াছি ; এবং কথার পোষকতার জন্য, নব্য

বিজ্ঞানের বিখ্যাত আচার্য্য হর্ব্বার্ট স্পেন্সারের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা, বিজ্ঞানের নিকট, প্রকৃত সত্যনিষ্ঠার সহিত, আলোক না চাহিয়া, অন্ধকারের অন্বেষণ করেন; এবং নিজ নিজ হৃদয়ের ইচ্ছানঞ্চিত অন্ধকারকে আদরে পুষিয়া রাখিবার অভিলাষে, বিজ্ঞানের অতিকঠোর তপোবৃত্তি পরিহার করিয়া, দুই একটি উদ্‌ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিকের দোহাই দিতে ভালবাসেন, তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে, হর্ব্বার্ট স্পেন্সারের কথায় কি আইসে যায়? তিনি, অধুনাতন বৈজ্ঞানিক-জগতের গুরু হইলেও, একক, একটি মাত্র মনুষ্য। তাঁহার ঐ একটা আত্মায় যাহা লইয়াছে, তাহা যদি আমার আত্মায় না লইল, —তাঁহার বুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা যদি আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত না হইল, তাহা হইলে, তাঁহার সাক্ষ্যে অথবা গুরুগম্ভীর বাক্যে আমার প্রতীতি অথবা উপকার হইবে কেন?

এ কথা সর্ব্বথা অসঙ্গত। যিনি, আকাশের ঐ জলন্ত জ্যোতিঃপিণ্ডস্বরূপ সূর্য্যের দিকে চাহিয়াও, আলোকের জগদুজ্জ্বলা শক্তি অনুভব করিতে অসমর্থ রহেন, কে তাঁহাকে কি প্রকারে আলোর মহিমা

বুঝাইবে? যিনি, পূর্ণচন্দ্রের প্রসন্নস্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন জ্যোৎস্না দেখিয়াও, জ্যোৎস্নার সেই অপরূপ সৌ-ন্দর্য্য অনুভব করিতে না পারেন, কে তাঁহাকে সৌন্দর্য্যের সর্ব্ব-জন-মোহিনী সানন্দমাধুরী সম্পর্কে শিক্ষা দিবে? এই জন্যই সত্য সাধনাসাপেক্ষ, এবং উৎকর্ষ-লাভ ও জ্ঞান-উপার্জ্জন নিয়মিত-শ্রমা-পেক্ষ। অর্থাৎ, যে যথানিয়মে সাধনা না করে,—না ডাকে, না খোঁজে,—না ভজে, না পূজে, সত্য তাহার সন্নিহিত রহিয়াও তাহার কাছে প্রকাশ পায় না;—এবং যে, যথারীতি পরিশ্রম করিয়া, সোপা-নের পর সোপানে উঠিবার ক্লেশ স্বীকার না করে, সে কোন বিষয়েই উন্নত হয় না,—কোন কিছু তত্ত্ব-সম্পর্কেই জ্ঞানের আনন্দময় আলোক লাভ করিতে পারে না।

কিন্তু, ইহা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, হর্ব্বার্ট স্পেন্সারের মত যুগ-তত্ত্বের আচার্য্য, জগৎপূজ্য জ্ঞান-সিদ্ধ পুরুষেরা এ সংসারে কোন দিনও একা রহেন নাই, একা চলেন নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই একা এক সহস্র। তাঁহাদিগের একটা প্রাণ শত-সহস্র প্রাণের ভাষ্যকার অথবা ভাব-জ্ঞাপক,—শত-সহস্র

প্রাণের স্বাভাবিক আকর্ষক ও শক্তিপোষক। তাঁহাদিগের এক জনের বুদ্ধি ও এক জনের হৃদয়, স্বদেশে ও বিদেশে, শত-সহস্র মনুষ্যের বুদ্ধি ও হৃদয়কে, উন্নতি ও মঙ্গলের দিকে সঞ্চালন করিবার যোগ্য। ইহা তাঁহাদিগের মহিমা নহে, মহিমা সত্যের;—মহিমা বিধাতার সংবিধানের; আর ইহার প্রমাণ পৃথিবীর পুরাতন ইতিহাস এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম-বাণী ও অমৃত-শীতল ভক্তির উচ্ছাস।

যখন অষ্টাদশ শতাব্দী, লোক-ভয়ঙ্কর ফরাশি-রাষ্ট্র-বিপ্লবের অবসান সময়ে, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় ডুবু ডুবু, তখন সমস্ত সুসভ্য জগৎ কেমন একটা অন্তঃশোষক নৈরাশ্যের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তখন ভক্ত মাত্রই মনে বিষণ্ণ, হৃদয়ে অবসন্ন,—ভক্তি আর জ্ঞান পরস্পর-বিরোধে বিপদাপন্ন। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের দেশ-কাল-পাত্রসমুচিত উৎকৃষ্টতম ফল, অর্থাৎ অগাষ্ট কোম্‌টের পরার্থপরতামূলক নিরীশ্বর-ভক্তিবাদও * তখন পর্য্যন্ত মুকুলিত হয় নাই। কেন না,

* যাঁহারা কোম্‌টের গ্রন্থপত্র ও জীবনবৃত্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐশী শক্তির উপলব্ধি বিষয়ে অন্ধকারে রহিয়াও তিনি ভক্তিকে মনুষ্যপ্রকৃতির সর্ব্ব-

তখন ভক্তির নাম মাত্র শ্রবণেই মনুষ্যের চিত্ত অগ্নিময়, চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিত। ফলতঃ, আজি যে সকল কথা, নিহিলিজ্‌ম্ (Nihilism) অথবা নাস্তিতত্ত্ব নামে, সংসারে উপেক্ষিত ও উপহসিত হইতেছে,—যে সকল কথা কহিয়া মাইকেল বেকুনিনি * প্রভৃতি বৃথা-জ্ঞানাভিমানী বিশ্বদ্রোহি ব্যক্তিরা মনুষ্যের নিকট ধিক্কৃত ও বিড়ম্বিত হইতেছে, তখন অধিকাংশ জ্ঞানীই সেই সকল কথার প্রচারক; আর, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত স্বপ্নেও যাহাদিগের সাক্ষাৎকার ঘটিত না,—ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহারাও ঐ ভাবেরই ভাবক, ঐ পথেরই পথক, § এবং ঐ বাদ্যেরই তাল-বাদক।

প্রধান বৃত্তি বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সে ভক্তির আরাধ্য দেবতা রাষ্ট্রবিপ্লবেরই উপযোগি বস্তু, অর্থাৎ মানবজাতির সমষ্টিরূপ মনঃকল্পিত বিরাট্ বিগ্রহ।

* "The beginning of all those lies which have ground down this poor world in slavery, is God." (God and the State: Michael Bakounini.)

§ "তত্র কুশলঃ পথঃ।—(পাণিনি ৫।২।৬৩)—বুনিত্যেব। তত্রেতি সপ্তমী-সমর্থাৎ পথিন্ শব্দাৎ কুশল ইত্যস্মিন্নর্থে বুন্ প্রত্যয়ো ভবতি। পথি কুশলঃ পথকঃ" ইতি কাশিকায়াম্।

সে দিন এখন চলিয়া গিয়াছে। মানবজাতির চিন্তাস্রোতে এক শতাব্দীর ভর ভর ভাটার পর নূতন জোয়ার বহিয়াছে, নূতন তরঙ্গ উঠিয়াছে;—এবং পৃথিবীর পণ্ডিত ও মূর্খ, তাত্ত্বিক ও ভাবুক, বৈজ্ঞানিক ও কবি, ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক, সকলেই স্পেন্‌সর, টেনিসন, ফিস্কে ও স্যাভেজ প্রভৃতির ন্যায়, সেই স্বচ্ছ-সুখ জোয়ারের জলে, স্নাত-পূত হইয়া, জয় জগন্ময় বলিয়া মনের আনন্দে জয়-ধ্বনি করিতেছে;—সকলেই যেন বহু দিনের পর হারাধন পাইয়া, তাহা যার-পর-নাই যত্নে তুলিয়া, বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেছে, আর আরাধনার অনির্ব্বচনীয় ভাবোচ্ছ্বাসে নয়নজলে ভাসিতেছে।

বিজ্ঞান-সমালোকিত মানব-জাতির এইরূপ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব হর্ষোৎসবের কারণ কি? ইংলণ্ড, উহার কণ্ঠ-স্বরকে সপ্তমে তুলিয়া, সহর্ষপুলকে বিশ্বাস ও ভক্তির বিজয়-সঙ্গীত গাইতেছে;—অতলান্ত-সমুদ্রের পর-পার হইতে, আমেরিকা, সেই সঙ্গীতে, সুর মিশাই-তেছে;—এবং ফ্রান্স, জর্ম্মণী, রুষ, ইটালী, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ-নিচয়ও, সেই সুধাময় সঙ্গীতেই অতি গভীর সহানুভূতির স্বরসংযোগ

করিয়া, পৃথিবীর মনুষ্যকে অপার্থিব স্বর্গীয়-গীতির সমতানতা বিষয়ে শিক্ষা দিতেছে। পুনরপি জিজ্ঞাসা করি, ইহার কারণ কি? বিজ্ঞান কি তবে, এত কালের পর, সেই অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে? জীব কোন কালে যাঁহাকে চক্ষে দেখে নাই,—কোন কালেও যাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পাইবে বলিয়া আশা করে নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান কি সেই 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' অচিন্ত্য শক্তির দর্শন পাইয়াছে? তাহা নহে। মনুষ্য কোন দিনও চর্ম্ম চক্ষে তাঁহার দর্শন পাইবে না। কিন্তু বিজ্ঞান যে পথে চলিয়া, যে উচ্চ শৈলে উঠিয়া, যে ভাবে যাহা দেখিতে পাইয়াছে, তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনেরই প্রতিরূপ।

এই যে অনন্ত জগৎ, মনুষ্যের সম্মুখে ও পশ্চাতে,—দক্ষিণে ও বামে—ঊর্দ্ধদিকে ও অধোভাগে বিস্তারিত রহিয়া, আলোকে ও অন্ধকারে সমান বিস্ময় জন্মাইতেছে, বিজ্ঞানের চক্ষে ইহা এইক্ষণ হস্তধৃত আমলকবৎ এক অখণ্ড—অবিচ্ছিন্ন—অবিভক্ত—অন্তর্বহিরনুস্যূত—পূর্ণপদার্থ। মনুষ্য, পুরাকালে, এই একটি জগৎকে এক কোটি পৃথক্ পৃথক্ জগৎ মনে

করিত। যেন আকাশের সূর্য্য এক বস্তু, চন্দ্র আর এক বস্তু, এবং বনের ফুল তৃতীয় বস্তু। কিন্তু ইদানী-ন্তন-বিজ্ঞানে ইহা প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণিত হইয়াছে যে, কিবা আকাশের চন্দ্র সূর্য্য, কিবা উদ্যানের যূথিকা ও গোলাপ, কিবা সহস্র-কোটি যোজনের পর-পার-স্থিত সুদূরবর্ত্তি সিরিয়স নক্ষত্র, কিবা সুকুমারী ও সুরুচিবালার সুস্নিগ্ধ-পবিত্র প্রশান্ত মুখচ্ছবি, অথবা লিলী ও এমেলীর আমোদ-বিলসিত স্মিত-নেত্র, সংসারের সমস্ত বস্তুই এক বস্তু,—সমস্ত পদার্থই এক পদার্থ,—একই সূত্রে জড়িত,—একই উপকরণে গঠিত ;—এবং অনন্ত-বৈচিত্র্যে বিভক্ত হইলেও একই কার্য্যে নিযুক্ত,—একই পরিণাম অথবা লক্ষ্যের দিকে প্রধাবিত।——

——এক বিধি,—এক বস্তু,
—এক দিব্য—দূর-ভব্য—ভাবী পরিণাম,—
সমস্ত বিশ্বের গতি সেই এক দিকে—*

আজি তুমি আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছ,—আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছি। কিন্তু তুমি আর আমি এক-প্রাণ,—

* টেনিসনের অনুবাদ-চেষ্টা।

একই প্রাণ-সমুদ্রের আপাতপৃথগ্‌ভূত অথচ পরস্পর-সংযুক্ত দুইটি বিন্দু। আর ঐ যে ক্ষীণ-প্রভ খদ্যোত, যেন চন্দ্রোদয়ে লজ্জিত হইয়া, লতা-পাতার আড়ালে লুকাইয়া রহিতেছে,—চন্দ্র আর খদ্যোত উভয়েরই আলোকময় তনু একই বস্তুর দুইটি বিভিন্ন রূপ। এই অনন্ত বিশ্বের উল্লিখিতরূপ একত্ব কিংবা এক-সমত্ব চিন্তা করিলে, মনুষ্যের মন, কোথায় যাইয়া, কি ভাবে, কাহার কাছে চলিয়া পড়ে,—যাহা বহিশ্চক্ষুর অদৃশ্য, তাহাও কিরূপ বিস্ময়াবহ কৌশলে, চিত্তচক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়া, কেমন এক আনন্দ জন্মায়, তাহা ভাষায় কেহ পরিব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবে কি?

জগতের একত্ব যেমন আজি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সিদ্ধ-তত্ত্ব,, জগৎ-প্রকাশিত শক্তি-সমূহের তথাবিধ একত্ব, অথবা একময়ত্বও, সেইরূপ, অধুনাতন বিজ্ঞানের নিকট আর একটি পরীক্ষিত সত্য। ইহা কথিত হইয়াছে যে, জগতের জলে স্থলে ও নভোমণ্ডলে, সর্ব্বত্রই শক্তির শত-বিধ কার্য্য,—সহস্র-প্রকার ক্রীড়া সতত মনুষ্যের চক্ষু, কর্ণ ও চিত্তবৃত্তিকে আকর্ষণ ও আলোড়ন করিয়া থাকে;—এবং মনুষ্য প্রকৃত তত্ত্ব

পরিগ্রহ করিতে পারুক আর না পারুক, সে সকল স্থলেই, সেই শক্তিসংসাধিত বৃষ্টিপাত-প্রভৃতি স্বাভাবিক কার্য্য হইতে আপনার দেহপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য, সর্ব্বদা যত্নপর রহে। আকাশ যখন বিদ্যুচ্ছটার বিলাস-প্রতিভায় সেই এক মনোহর-ভয়ঙ্কর বিচিত্র-সৌন্দর্য্যে বিভাসিত হয়,—বিজলীর সেই মোহন-রেখা, যখন একটি জ্বলন্ত বহ্নিরেখা অথবা বহ্নিময় ব্যাল-পুচ্ছের মত, মুহূর্ত্তের মধ্যে আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পড়ে, বালকের মন তখন যেমন হয় বিস্ময়ে চমকিত, তেমন হয় ভয়ে অভিভূত। তাহাকে কেহ উপদেশ না করিলেও, সে ভীত-ভীত হৃদয়ে দৌড়িয়া ঘরে চলিয়া যায়;—এবং মায়ের কোলে আশ্রয় লইয়া;—মায়ের গলাটি বাহুলতায় জড়াইয়া ধরিয়া, মেঘবিলাসিনী 'বিদ্যুদ্বরণী' মহাশক্তির বাড়ী, ঘর ও গৃহস্থালীর বিবিধ সংবাদ জিজ্ঞাসা দ্বারা, কারণজিজ্ঞাসু ও তত্ত্বপিপাসু মনুষ্যপ্রকৃতির পরিচয় দেয়।

মনস্বি-জন-মাননীয় মোক্ষমূলর বলেন * যে, বাল-

* The Lectures on The Perception of The Infinite and Fetishism &c.—The Hibbert Lectures,—1878.

কের মনে এই যে ভীতির সঙ্গে বিস্ময়ের স্ফূর্তি, ইহারই অন্তস্তলে, আপনা হইতে উচ্চতর, জগচ্চর বহিঃস্থশক্তির অলক্ষিত অনুভূতি,—এবং সেই অনুভূতিই বালকের অবশ্যম্ভাবি ধর্ম্মজীবন অথবা অনন্তোন্মুখী ভক্তির প্রথম ভিত্তি। বালক, আপনার মনের ভাব ভাল করিয়া বুঝে না,—যাহা কিছু বুঝে, তাহাও আর এক জনকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারে না। কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে, যেন তাহার বুদ্ধির অগোচরে, তখন হইতেই, ধীরে ধীরে, একটা জ্ঞান-বিশ্বাসের অঙ্কুরোদ্গম হইতে থাকে। ইহা স্বভাবতঃই তাহার মনে লয় যে, সে যেমন এক জন, তাহার বাহিরে,—এই বহিঃস্থ সংসারে, আরও অনেক অদৃশ্য জন আছেন। তাঁহাদিগেরই শক্তিতে, সূর্য্য প্রাতঃসময়ে উদিত হইয়া, সারা দিন শূন্য পথে আকাশ ভ্রমণ করিয়া, সন্ধ্যাকালে শূন্য-সাগরে ডুবিয়া যায়;—চন্দ্র মেঘের আড়ালে উকি ঝুকি দিয়া, বালক-বালিকার সম্ভাষণ করিয়া, হাসিয়া হাসিয়া কথা কয়;—মেঘ সকল, উড়ন্ত পর্ব্বত, ইন্দ্রের ঐরাবত, অজগর সর্প, অথবা বিকট-বিশাল মকর ও কুম্ভীরের মত, আকাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া, উড়িয়া বেড়াইয়া, কখনও

ক্রোধে গর্জ্জিতে রহে, কখনও গায়ের উপর জল-ধারা ঢালিয়া দেয়;—বায়ু, মনের বিরাগে, ঝটিকার বেশ ধারণ করিয়া, বড় বড় গাছের ডাল পালা ভাঙ্গিয়া বিক্রম দেখায়, ও দুষ্ট নষ্ট লোকের ঘর বাড়ী উড়াইয়া নেয়;—এবং অগ্নি, অসংখ্য-গৃহ-দাহি গ্রামদাহের সময়, উহার "উত্তাল-তুমুল" লক-লক জিহ্বা প্রসারণ করিয়া, কাঙ্গালের কুটীর ও সমৃদ্ধের সুসজ্জিত সুরম্য ভবন,—সমস্তই পুড়িয়া ফেলায়!

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, জগতের সকল স্থানই শক্তির কোন না কোন রূপ লীলাস্থান, এবং বালক ও বৃদ্ধ, অসভ্য ও সুসভ্য, সকলেরই সে বিষয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান। মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহারা আজ পর্য্যন্তও বনেচর জীবের অবস্থায় রহিয়াছে,—বনজঙ্গলে বাস করিয়া, বন্যপশু কিংবা পিশাচ ও রাক্ষসের মত জীবন যাপন করিতেছে, তাহারাও এক প্রকারে শক্তিরই উপাসক। তাহারা কখনও আকাশে, কখনও উচ্চ বৃক্ষে, কখনও অদৃষ্টপূর্ব্ব বৃহৎকায় সর্পাদির শরীরে, বৃষ্টি-বাদল, ঝড়-তুফান ও লোকমারি প্রভৃতি ভয়াবহ ঘটনার অধিনায়ক জগচ্চালক শক্তিনিচয়েরই অস্তিত্ব কল্পনা করে; এবং

সে সকল শক্তিবিগ্রহের সন্তোষ সাধনার্থ, ফল মূল, মিষ্টবস্তু, অথবা মদ্য মাংসাদি মাদক ও মোদক সামগ্রী উপহার দিয়া, আপনাকে একটু আশ্বস্ত মনে করিয়া থাকে ।

কিন্তু সে শক্তি এক, না অসংখ্য ? স্পেন্সর যে শক্তির ধ্যান ও মননকে ধর্ম্ম-জীবনের মহত্তম অনুষ্ঠান বলেন ;— মনুষ্য, তাঁহার মতে,—এবং এবট, ড্রেপার, হপ্স্, হিউবার, ও ট্রাইন প্রভৃতি শত শত বৈজ্ঞানিক-ভক্তের বিশ্বাস-অনুসারে,—দিবসে নিশীথে,—জাগরণে ও সুষুপ্তিতে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যে শক্তির ক্রোড়ে অবস্থিত, আমাদিগের 'প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান' প্রাকৃত-শক্তি-সমূহের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ আছে কি ? যে শক্তি, পৃথিবীতে, নিউটনের সময় হইতে, আকর্ষণী নামে অভিহিত রহিয়াছে, এবং গ্রহ ও নক্ষত্র-নিচয়কে নিজ নিজ কক্ষে বিধৃত ও পরিভ্রামিত রাখিয়াছে, সেই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সহিত অগ্নির সন্তাপনী, বিদ্যুতের বৈদ্যুতী,—অম্লজানাদির রাসায়নী ও অয়স্কান্তের চৌম্বকী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাকৃত-শক্তির বিশেষ কোন সম্পর্ক মনুষ্যের জ্ঞান-গোচর হইয়াছে কি ? অপিচ, এই সমস্ত পৃথক্ পৃথক্

শক্তির সহিত সেই মূলীভূত-মহাশক্তিরও কোন প্রকার বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ বন্ধন বিজ্ঞানের আলোকে উপলব্ধ হইতেছে কি ?

বিজ্ঞান এ বিষয়েও, ধীরে ধীরে,—বহু শতাব্দীর পরীক্ষণ ও পরিশ্রমের পরে, একটি অমূল্য, অভ্রান্ত, অনন্ত-বিস্তারিত মহাসত্যের আশ্রয় লাভ করিয়াছে,—যেন অপার ও অগাধ সমুদ্রের উদ্বেল তরঙ্গরাশির মধ্যে দাঁড়াইবার একটুকু ঠাঁই পাইয়াছে ; এবং মনুষ্যজাতিকে মুক্তকণ্ঠে উপদেশ করিতেছে যে, মনুষ্যের কর-স্পৃষ্ট কুসুম-রেণু ও কোটি-কল্প-যোজন-দূরস্থ নক্ষত্র যেমন এক পদার্থ, জগতের সমস্ত শক্তিই সেইরূপ, একই অবিনাশি, অনন্ত-বিলাসি মহাশক্তির মহৈশ্বর্য্য-লীলা ও এক-তন্তু-বদ্ধ। আগুন দ্রষ্টব্যে নিবিয়া যায় ;—কিন্তু, উহার সন্তাপনী শক্তি, ঐ মুহূর্ত্তেই, আর এক মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করিবার অবকাশ পায়। ঝড় থামিয়া যায় ;— ঝটিকার ক্রীড়া-সঙ্গিনী কনক-দামিনী, মনুষ্যের দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইয়া, যেন আপনাতেই আপনি লুকায় ;—কিন্তু প্রকৃতির যে সকল শক্তি, বায়ুরাশিকে বিলোড়িত করিয়া, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে

প্রবাহিত ও বিদ্যুৎপ্রভায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎই, নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর ন্যায়, রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া, আর পাঁচ প্রকার অপরিহার্য্য প্রাকৃত কার্য্যে প্রয়োজিত হয়।

সার্ উইলিয়ম গ্রোভ, "শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ,"* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে, বহুবৈজ্ঞানিকের মুখ-পাত্ররূপে, এই কথাই বিবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সহকারে অশেষ-বিশেষে বুঝাইতে যত্ন পাইয়াছেন;—তাঁহার প্রধান ব্যাখ্যাকর্ত্তা উইলিয়ম ল্যাণ্ট কারপেণ্টার, তদীয় "প্রকৃতি-নিহিত-শক্তি" ‡ নামক গ্রন্থেও, আলোক, উত্তাপ, আভাসনী ও আকর্ষণী প্রভৃতি শক্তির সহিত জগতের সর্ব্ববিধ শক্তির ঐকাত্মতা ও এক-সূত্র-বদ্ধতা যান্ত্রিক প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া, ভক্তিতে তন্ময় হইয়াছেন; এবং শক্তির সুবিখ্যাত উপাসক টিণ্ডেল, মূর্খের নিকট নাস্তিক অথবা অনস্তিবাদী বলিয়া পরিচিত হইলেও, ভাব-বিভোর-কণ্ঠে কহিয়াছেন,——

---

* The Correlation of Physical Forces. By W. R. Grove, Q. C., M. A., V. P. R. S.

‡ Energy In Nature,—By W M. Lant Carpenter B. A, B. Sc.,

"শক্তির প্রবাহ অনন্ত কালই সমান বা এক। উহা সঙ্গীতের কল-মধুর-ধ্বনিতে, যুগান্ত হইতে যুগান্তরে গড়াইয়া যাইতেছে; এবং জগতের সর্ব্ববিধ সামর্থ্যস্ফূর্ত্তি, জীবনের সমস্ত প্রকার প্রকট-মূর্ত্তি ও দৃশ্য-নিচয়ের বিবিধ বিকাশে উহারই ছন্দের বৈচিত্র্য দেখাইতেছে।" *

পূর্ব্বে কহিয়াছি যে, স্পেন্সর এই মহাশক্তিকে চৈতন্যময়ী না বলিলেও, চৈতন্যের প্রস্রবণ-রূপিণী, অথবা চৈতন্য হইতে উচ্চতর পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই কথার মধ্যে একটি গুরু-তর প্রশ্ন পিহিত রহিয়া যাইতেছে। সেই প্রশ্ন এই, —চৈতন্য হইতে জড়-শক্তির উৎপত্তি, না জড়-শক্তি হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি? ইহা পাঠক অবশ্যই বুঝিতেছেন যে, যাহা চৈতন্য বলিয়া এখানে উল্লি-খিত হইতেছে, তাহারই দ্বিতীয় নাম প্রাণ,—তৃতীয় নাম পরম-পদার্থ অথবা আত্মা। সুতরাং, প্রশ্ন

* "The flux of power is eternally the same. It rolls in music through the ages; and all terrestrial energy, the manifestations of life, as well as the display of phenomena, are but modulations of its rhythm." (Tyndal.)

পরিস্কৃত ভাষায় এইরূপে পরিণত হইতেছে যে, জগতে আগে চৈতন্য,—না আগে জড়? আমরা এই জগতে অহোরাত্র যে অদৃশ্য-শক্তির লীলা মাত্র দেখিতেছি, তাঁহা হইতেই জল অগ্নি প্রভৃতি জড়-বস্তুর ক্রম-বিকাশ,—না জল অগ্নি প্রভৃতি জড়বস্তু হইতে সেই শক্তির প্রকাশ?

সংসারে জড় ও অজড়, অথবা চেতন ও অচেতন, এই উভয়-বিধ বস্তুই যে সর্ব্বত্র-বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? মানুষ হাসিতেছে, কাঁদিতেছে,—ক্রোধে ফুলিতেছে,—কামাদি পাশব-বৃত্তির উত্তেজনায়, ছাগ কুক্কুরকেও লজ্জা দিতেছে;—লোভে শৃগালের মত হাত বাড়াইতেছে;—ক্ষোভে মার্জ্জারের মত অবসন্ন হইয়া দূরে সরিয়া বসিতেছে;—সুখের অনুভূতিতে ফুলের মত ফুটি-তেছে;—আবার শোক ও দুঃখের অনুভূতিতে শুষ্ক-লতার মত ঢলিয়া পড়িতেছে;—কখনও পরার্থ প্রীতিতে দ্রবীভূত হইয়া, আপনার মুখের গ্রাস পরের মুখে তুলিয়া দিতেছে;—কখনও বা স্বার্থ-মোহে অন্ধীভূত হইয়া, পরের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নি-তেছে,—সে পর, যার-পর-নাই উপকারী জন হই-

লেও, তাহাকে বৃথা-বিপন্ন করিয়া, আপনার প্রভুত্ব-বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছে। মানুষের এ সকল ক্রিয়া ত নিত্য-প্রত্যক্ষ। আর, এই ক্রিয়া-সমুদয় মনুষ্যের হর্ষ বিষাদ. কাম ক্রোধ, লোভ ক্ষোভ, সুখ দুঃখ, প্রীতি ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি যে সকল ভাবের বহিঃ-প্রকট মূর্ত্তিমাত্র, প্রত্যক্ষ না হইলেও, সেগুলি অবশ্যই জল অগ্নি ও সোনা রূপার ন্যায় প্রকৃত পদার্থ ;—মিলের মতে ("The only real thing") একমাত্র নিঃসংশয়প্রতীত প্রকৃত ও সত্য পদার্থ। কিন্তু উল্লিখিত হর্ষ বিষাদাদি, চৈতন্যাত্মক পদার্থ-সমূহ জড়-শক্তিরই নানাপ্রকার ক্রিয়া ;—না ঝটিকা, বৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস ও বজ্রপাত প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন জড়কীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সে সকলেরও অন্তর্ম্মূলে চৈতন্য ?

বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে পঁহুচিয়াছে.—জড়-বস্তুকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া, আগুনে পোড়াইয়া. জলে ভিজাইয়া, তাপে গলাইয়া, এবং আরও অশেষ-প্রকার তন্তচ্ছেদে বিশ্লেষ করিয়া, যে সার-কথা জানিতে পাইয়াছে, তাহা সাধারণ লোকের নিকট বড় বেশী বিস্ময়-জনক বোধ হই-

লেও, প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট প্রাণ-প্রীতিকর ও পরমানন্দপ্রদ। বিজ্ঞানের সেই সার-কথা অথবা সার-সিদ্ধান্ত এই যে,—মনুষ্য এত কাল যাহাকে জড় বস্তু জ্ঞানে যজনা করিয়াছে, তাহার পৃথক্ ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; কারণ, জড়-বস্তুর পরমাণু চৈতন্য-শক্তিরই চরমবিন্দুবৎ। আমি এ মহাতত্ত্ব সকল-শ্রেণীর পাঠককে সহজে বুঝাইতে পারিব, এমন আশা করি না। কেন না, বিষয় সেরূপ সহজবোধ্য নহে। কিন্তু এখনকার প্রধান ও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা এ প্রসঙ্গে যাহা কহিয়াছেন, বোধ হয়, সে কথাগুলি কানে শুনিলে, সুকুমার-মতি পাঠকের মনও অচেতনবৎ-প্রতীয়মান জড়-জগৎ হইতে চৈতন্যশক্তিময় ঊর্দ্ধ-জগতে উঠিবার জন্য উৎকৃষ্ট-সোপানপরম্পরা লাভ করিবে।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে হক্স্লি ঘোরতর (Materialist) জড়বাদী বলিয়া বিখ্যাত। হক্স্লি বলিয়াছেন যে, জড় হইতে চৈতন্য, না চৈতন্য হইতে জড়,—অর্থাৎ এক দিকে পূর্ণ জড়-বাদ, আর এক দিকে পূর্ণ চৈতন্যবাদ,—অথবা অনুভূতিবাদ,—এই দুইয়ের মধ্যে একটিকে আপনার বলিয়া গছিয়া লইতে

হইলে, আমি এই শেষোক্ত তত্ত্বকেই, সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইব।* যোছেফ কুক এক জন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে শিক্ষক ও সদুপদেষ্টা বলিয়া সম্মান করেন। তিনি তাঁহার 'জীবন-বিজ্ঞান' § নামক গ্রন্থে ইহাই বুঝাইতে যত্ন পাইয়াছেন যে, এ জগতে মনুষ্যের চক্ষে যাহা শক্তি বলিয়া প্রতিভাত হয়, আত্মা অথবা চৈতন্যই তাহার আদি-মূল। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, মনুষ্য ততই পরিষ্কাররূপে বুঝিতেছে যে, পরমাত্মাই প্রাকৃত-নিয়মে শক্তিরূপে স্বয়ং বিদ্যমান। ইয়ুরোপে যেমন স্পেন্সর, আমেরিকায় তেমন ফিস্‌কে। উভয়েই প্রায় সমান-পদবীরূঢ়, এবং ক্রম-বিকাশ-তত্ত্বের প্রখ্যাত-নামা গুরু। অতি অল্প দিন হইল ফিস্‌কে স্বর্গগত

---

* "If I were obliged to choose between absolute materialism and absolute idealism, I should feel compelled to accept the latter alternative." মণিয়র উইলিয়মস্ idealism শব্দকে অবিদ্যা, অমূর্ত্তিবাদ ও মায়াবাদ প্রভৃতি শব্দে অনুবাদ করিয়াছেন।

§ Biology, by Joseph Cook.

হইয়াছেন। তিনি, আগে স্পেন্সরের চিন্তাক্রম বিবরিয়া বুঝাইয়া, পরিশেষে নির্ভীক-কণ্ঠে কহিয়াছেন যে,—"জড়বাদের দিন চিরদিনের তরে লোপ পাইয়াছে, উহা আর ফিরিবে না।" * "যে অনন্ত-শক্তি এই জগতে দেদীপ্যমানা, তিনি স্বরূপতঃ চৈতন্যময়ী অথবা পরমাত্মরূপিণী। § মহাত্মা মার্টিনিয়ু বিজ্ঞান-ভিত্তির উপরই দৃঢ়-দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছেন;—"Force is will" অর্থাৎ শক্তির নাম ইচ্ছা। কার্পেণ্টার বলিয়াছেন যে, আমরা শক্তিকে ইচ্ছারই ক্রিয়া অথবা ইচ্ছাময়ী ভিন্ন আর কোনরূপে চিন্তা করিতে পারি না। আর কঠোর-পরীক্ষক সার্ উলিয়ম ক্রুকস্ ব্রিটিশ আশোসিয়েসনের সভাপতিরূপে, ব্রিষ্টল-নগরে, সমবেত-বৈজ্ঞানিক-মহামণ্ডল-সভায় সহস্র বৈজ্ঞানিককে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, "জড় বস্তুর যত প্রকার মূর্ত্তি আছে,

---

Henceforth, we may regard materialism as ruled out, and religated to the limbo of crudities &c. (Cosmic Philosophy.)

§ Through Nature to God. By John Fiske.

আমি প্রাণ অথবা চৈতন্য-শক্তিতেই তাহার আশা ও অঙ্কুর নিহিত দেখিতেছি।"*

বস্তুতঃ, এখানে কাহার কথা ছাড়িয়া কাহার কথা কহিব। আকাশে যখন সন্ধ্যাকালে একটি একটি করিয়া সুখ-সুন্দর তারা প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, তখন শিশুরা, প্রথমতঃ, প্রাণের উৎসাহে, এক, দুই, তিন,—চারি, পাঁচ, ছয়,—এইরূপ-ক্রমে তারা গণিতে আরম্ভ করে। তার পর, আর গণিতে না পারিয়া, অত্যধিক আনন্দের সেই একপ্রকার অবসাদ-জড়তায়, নীরবে বসিয়া রহে। আমাদিগেরও প্রায় সেইরূপ অবস্থা। কারণ, যাঁহারা ইদানীং জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে নক্ষত্ররূপে ফুটিতেছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই বিশ্বাস-মুগ্ধ মূর্ত্তিতে এক আভা;—মুখে অচিন্ত্য-রূপিণী অনন্ত-ব্যাপিনী চৈতন্যময়ী শক্তির প্রাণ-স্পর্শি প্রভাব সম্পর্কে ভক্তিবিশ্বাসের একই কথা। আমরা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত, উদ্দেশে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

কিন্তু তাঁহাদিগের সে প্রকৃতির-প্রাণরূপিণী

* "In Life I see the promise and potency of all forms of matter. (Sir William Crooke's Address.)"

পরমারাধ্যা মহাশক্তি কোথায় ? যাঁহাকে মা বলিয়া চিনিয়াছি,—মা বলিয়া বুঝিয়াছি, এবং হৃদয়ের আবেগে সকল সময়েই "কোথায় মা তুমি আমার" বলিয়া করুণ-কণ্ঠে ডাকিতেছি ;—যিনি মাতৃগর্ভের অন্ধকার-কারাকোটরে প্রাণে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং মায়ের বক্ষঃস্থলে দুগ্ধধারা ও হৃদয়ে স্নেহের পীযূষরাশি ঢালিয়া দিয়া, আমাদিগকে এত বাড়াইয়াছেন, সেই জগন্ময়ী মায়ের প্রাণ-শীতল অভয়-স্পর্শ লাভের জন্য কোথায় যাইব ?

মনুষ্যের বিশ্বাস ও ধর্ম্ম যত কাল বিজ্ঞানের বিমল আলোকে বঞ্চিত ছিল, মনুষ্য তত কাল সেই জগন্ময়ী শক্তিকে জগতের বহিঃস্থ অথবা ঊর্দ্ধস্থ বস্তু জ্ঞানে ধ্যান করিতে ভালবাসিত ; এবং তাঁহাকে সম্মুখীনরূপে চিন্তা করিতে হইলে, সে মনে মনে, কল্পনার রথ-আরোহণে, সুদূর স্বর্গের দিকে ধাবমান হইত। গ্রীকদিগের আরাধ্য দেবতা উচ্চ পর্ব্বতে অবস্থিত রহিতেন ; এবং কখনও কখনও, সেখান হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতেন। য়িহুদিদিগের আরাধনার ধনও আগে ঐরূপ দূরস্থ ছিলেন ;—জাতীয় জ্ঞানসম্পদের

বিস্তারের সঙ্গে ক্রমে নিকটস্থ হইয়াছেন। ভক্ত-কবি দান্তে ভগবজ্জ্যোতিকে এমনই এক অপরূপ জ্যোতির্ম্মণ্ডলে আবরিয়া রাখিয়াছেন যে, সাধারণ মনুষ্য সে দিকে দৃষ্টিপতে করিতেও ভীত হয়। কবিকুল-ভূষণ মিল্টন, অন্তর্জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াও, বিজ্ঞানের সাহায্য-বিরহে, কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার পরম-ধাম, পরমব্যোমের পর পারে, দূরাদপি দূরে,—দুশ্চিন্ত্য শূন্যসাগরে।

কিন্তু বিজ্ঞান যাঁহাকে এইক্ষণ প্রত্যক্ষবৎপরিলক্ষিতা পরমা (The Absolute) অথবা জ্ঞান, বুদ্ধি, হৃদয়, আশা ও আকাঙ্ক্ষার অপরিহার্য্য আশ্রয়রূপিণী অনন্তা (The Infinite) বলিয়া পূজা করিতেছে, আর ভারতীয় ভক্তের প্রাণ, এ সকল তত্ত্বের কিছুই না বুঝিয়া, এত কাল অবধি, যাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে, তিনি কাহারও সম্পর্কেই দূরস্থিত নহেন। তিনি সকলেরই কাছে, সকল সময়ে, যারপর-নাই নিকটস্থিত,—মনুষ্যের মনোমন্দিরে অথবা মস্তক-মধ্যস্থ—"সহস্রারে—মহাপদ্মে"—মহাশক্তির আসনে অবস্থিত। আগে বিজ্ঞান গাইত এক গীত,

ভক্তি গাইত আর এক গীত; বিজ্ঞানের কণ্ঠে ছিল এক সুর, ভক্তির কণ্ঠে ছিল আর এক সুর। এখন বিজ্ঞান আর ভক্তি, প্রেম-বদ্ধ দম্পতির মত, এক-প্রাণ হইয়া,—একে অন্যের কণ্ঠস্বরে স্বর মিশাইয়া, মনুষ্য মাত্রকেই কহিতেছে,—

মনুষ্য, তুমি নয়ন মেলিয়া নিরীক্ষণ কর, এই অনন্ত-জগতের অনন্ত-সৌন্দর্য্য সেই অনন্তরূপিণীরই অনুপম রূপের আভা ও প্রতিভা মাত্র। কারণ,— "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি—স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্"। পক্ষান্তরে তুমি নয়ন মুদিয়া ধ্যান কর, তোমার আ-ত্মার অভ্যন্তরেও, তাঁহারই অগাধ-অপার জ্ঞানের প্রভা। কালের কোন প্রকার কল্পিত-ব্যবচ্ছেদেও, এমন কাল ছিল না, যে কালে, কাল-ভয়-বারিণী তিনি,—কালময়ীরূপে,—না ছিলেন; আর, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন স্থান নাই, যে স্থানে—জগদাধার-রূপা সর্ব্বময়ী তিনি, স্থিতিরূপে,—অবস্থিত নহেন। তিনিই নয়নে জ্যোতিঃ, কর্ণে শ্রুতি, এবং হৃদ্‌যন্ত্রে অবিরাম-গতি। তিনিই সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপিণী,—বুদ্ধির বোধনী,—স্মরণে স্মৃতি,—সামর্থ্যে শক্তি,—সন্তোষে তুষ্টি, এবং সর্ব্বপ্রকার

বৃদ্ধিতে পুষ্টি। এই নিখিল জগৎ সুখের জন্য লালায়িত, তিনিই সুখ ও শান্তি;—জগতের সকলেই দয়ার ভিখারী, তিনিই সর্ব্বভূতে দয়ারূপে সমবস্থিতা। তিনি অবোধ শিশুর সহিতও, শিশুবুদ্ধির উপযোগিনী অনুভূতিরূপিণী ভাষায়, কথা কহিয়া থাকেন। শিশুর যখন খাদ্যের প্রয়োজন, তখন তিনি তাহার দেহে ক্ষুধারূপে অনুভূত হন; শিশুর যখন পানের প্রয়োজন, তখন তিনিই আবার তৃষ্ণারূপে অনুভূত হইয়া তাহাকে সন্ধুক্ষিত করিতে রহেন; এবং সে যখন পরিশ্রমে ক্লান্ত, তখন তিনি তাহার সুকুমার দেহ-প্রাণে নিদ্রারূপে আবির্ভূত হইয়া, তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লন।

পৃথিবীর নিরাশ্রয় দুঃখি! তুমি কি মনুষ্যের স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, অথবা স্নেহবিশ্বাসরূপ পয়ঃপুষ্ট মনুষ্যসর্পের বিষ-দংশনে, অকস্মাৎ অন্তরের অন্তরতম স্থানে, দুর্ব্বিষহ আঘাত পাইয়া, আপনাকে আপনি অসহায় জ্ঞানে, নয়নে অন্ধকার দেখিতেছ? যাহারা মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও, মনুষ্যোচিত জ্ঞানের অভাবে, মুহূর্ত্তস্থায়ি ধন-মদে মত্ত, অথবা বাহুবলে দৃপ্ত, তাহারা তোমায়, প্রীতির ভাষায়, সম্ভাষণ করে না

বলিয়াই কি, তুমি এ কাতরতা অনুভব করিতেছ? তুমি ক্ষণকালের তরেও, হৃদয়ে এরূপ বিষাদ কিংবা অবসাদের ভাব পোষণ করিও না। কেন না, যিনি এই সীমাশূন্য, শত-কোটি-সৌর-সাম্রাজ্য-সম্পন্ন বিশ্ব-রাজ্যের অধীশ্বরী, তিনি প্রকৃতই সুখে ও দুঃখে,—স্বাস্থ্যে ও রোগে,—সম্পদে ও বিপদে,—শয়নে ও জাগরণে তোমার প্রাণের প্রাণ-রূপে, তোমাতে রহিয়াছেন;—এবং তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আবরিয়া রাখিয়া, তোমার তৃষিত-প্রাণে, ভালবাসার অমৃতসমুদ্র ঢালিয়া দিবার জন্য, সত্যই সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তুমি যত চাহিবে, তত পাইবে, এবং প্রাপ্ত-ধন যত বিলাইবে, তোমার পূর্ণ ভাণ্ডার, পুরোবর্ত্তি অনন্তকাল ব্যাপিয়া, তত বেসী পূর্ণ রহিবে। বস্তুতঃ, তাঁহাতেই তুমি প্রাণিত ও অনুপ্রাণিত, এবং বায়ু-বিহারী বিহঙ্গ ও জল-সঞ্চারী মৎস্যের ন্যায়, তাঁহাতেই তুমি, অন্তরে ও বাহিরে,—ইহকাল ও পরকাল লইয়া ইয়ত্তারহিত চিরকালের তরে, ওতপ্রোত-রূপে, জড়িত ও পরিবেষ্টিত। তুমি যখন সদ্যোজাত শিশুজীবনে জননি-মাতার ক্রোড়ে ছিলে, তখনও সময়ে সময়ে সে মায়ের সহিত তোমার বিচ্ছেদ

ঘটিত;—তুমি যখন জঠর-শয্যায় অবস্থিত, তখন অধিকতর নিকটস্থ হইলেও, তাঁহার নয়ন-পথ হইতে দূরে রহিতে। কিন্তু জগজ্জননী মায়ের সহিত কোন সময়েও তোমার বিচ্ছেদ নাই, এবং তুমি নিমেষ-কালের জন্যও তাঁহার নিদ্রাশূন্য নয়ন-পথের বহির্ভূত নও। তুমি তাঁহাকে তোমার সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভক্তি কর আর ভালবাস; এবং মায়ের সন্তান-জ্ঞানে, আত্মপর-নির্ব্বিশেষে, মনুষ্য-মাত্রেরই মঙ্গল সাধনে, নিয়তব্রতী হও। ইহাতেই তোমার প্রাণের পরমা শান্তি,—আর এই সুদুর্ল্লভ মানবজন্মের চরম সুখ-সম্পদ ও পরমা তৃপ্তি।

তবে এস মনুষ্য, যেখানে যে থাক,—এস তুমি ভক্তিবৈভব আর্য্যতাপসের উত্তরাধিকারি ভারত সন্তান,—আর এস বিশেষতঃ তুমি বঙ্গবাসি,—বঙ্গের হৃদয়িক-কবি রামপ্রসাদের পদ-ভাব-মকরন্দ-বিলাসি,—মাতৃতত্ত্ব-প্রয়াসি,—এস আজি আমরা বিজ্ঞান ও ভক্তি উভয়কেই, গুরুজ্ঞানে পূজা করিয়া, বিজ্ঞানের মহাশক্তিকেই ভক্তির আনন্দময় উচ্ছ্বাসে, একবার প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকি,—এবং যে ভারতে অথবা যে বঙ্গে, মায়ের করুণ-স্নেহ-বর্ণনায় কোটিসংখ্য

গীতি, অবনীর অমিয়-মধুরা আরতি-স্তুতির ন্যায়, ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হইয়া, দেবতাদিগেরও হৃদয় তর্পণ করিয়াছে, এস একবার সেই ভারতে ও সেই বঙ্গে, বিজ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অপূর্ব্বস্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোকে, মায়ের জগন্মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, সকলে সমস্বরে—সমবেত-হৃদয়ে, বলি,—

"দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য ;
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ;—
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।"

* * *

"আধার-ভূতা জগতস্ত্বমেকা ;
বিশ্বস্যবীজং পরমাসি মায়া ;
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ ;
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ।"

* * *

"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে,
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো নিত্যং জগম্মাত র্নমোস্তুতে,"

অশুদ্ধ-শোধিনী।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	৩	ঈষদুন্নিদ্রিত	ঈষদুন্নিদ্রা
২০	৭	স্বত্বাবান্	সত্তাবান্
৩৪	১৯	বর্লিন্	বার্লিন্
৭৯	৮	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস